সনাতন

BAGHBAZAR READING LIBRARY
Estd. 1883.
Street, Calcutta

সনাতন

শ্রীবিজয় মাধব মণ্ডল
সাহিত্য সরস্বতী বি, এ,

BAGHBAZAR READING LIBRARY
ESTD. 1883
Calcutta

প্রকাশক—
শ্রীসুধাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
৮।২।১, হাজরা রোড,
কলিকাতা।

[প্রকাশকের নিকট ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় সমূহে প্রাপ্তব্য]

—আট আনা—

[গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রাকর—
শ্রীকিশোরী মোহন মণ্ডল
নব গৌরাঙ্গ প্রেস,
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উপহার

স্বজাতিবৎসল, বিদ্যোৎসাহী

ভূস্বামী

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ বল্লভ

কর-কমলে

গ্রন্থকারের আর একখানি উচ্চ-প্রশংসিত কাব্যগ্রন্থ

বৈজয়ন্তী

ভাবে, ভাষায় অতুলনীয়।

অবতরণিকা

এই নাটিকাখানি শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর বৈরাগ্য-আশ্রয় ও তাঁহাদের দিব্য-বোধ লাভের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যে আন্তরিকতা, যে রাগ-নিষ্ঠা ও যে ভাব-মুগ্ধতা থাকিলে এ শ্রেণীর রচনা সাফল্য-লাভ করে, লেখকের তাহা আছে বলিয়াই মনে হইল। গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য, বিধর্ম্মী সনাতন যে ত্যাগ-মার্গের চরম-সীমায় উপনীত হইয়া স্পর্শমণিকেও লোষ্ট্র-জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। এই ত্যাগের উচ্চ-শিখরে তিনি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিয়াছিলেন—এই নাটিকাখানিতে লেখক তাহা কৃতিত্বের সহিতই দেখাইয়াছেন। লেখক যে প্রধান প্রধান চরিত্র অবলম্বনে নাটিকাখানি রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস বৈষ্ণব-চরিত-সাহিত্যেই আছে; চরিত্র-সৃষ্টির পক্ষে লেখকের বৈশিষ্ট্য কিছু নাই, কিন্তু তিনি যে তাঁহার রচনায় চরিত্রগুলির গরিমা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, সে জন্য তিনি প্রশংসাভাজন। ঈশানের চরিত্রটিতে লেখকের নিজস্ব তুলিকা-সম্পাত আছে,—শ্যামল ও গোপালের মধ্যে তিনি মাধুরী ফুটাইতে পারিয়াছেন।

নাটিকাখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহাতে কোন স্ত্রী-চরিত্র নাই। নাটিকাখানি প্রকাশিত হইলে আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা ইহার অভিনয় করাইতে পারিব।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্—
দক্ষিণ কলিকাতা।
রাসপূর্ণিমা, ১৩৩৯।

শ্রীকালিদাস রায়

চরিত্র

গোপাল (বালক-বেশী শ্রীকৃষ্ণ), শ্রীগৌরাঙ্গ, সনাতন গোস্বামী,
রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, জীবন
(ভাগ্যান্বেষী ব্রাহ্মণ), ঈশান (সনাতনের ভৃত্য),
শ্যামল (ব্রজ-বালক), ভুঁইয়া (পরস্বাপহারক),
ভুঁইয়ার অনুচর, কবিরাজ, রাজকর্ম্মচারী,
ব্রজ-বালকগণ, ভক্তবৃন্দ, রক্ষিগণ
ইত্যাদি।

সনাতন

BAZAR READING LIBRARY

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

শ্যামল একটি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হস্তে নাচিতে নাচিতে গাহিয়া যাইতেছিল—

—রাখাল রাজা, ব্রজে কিসের অভাব ছিল বল্—

সহসা পশ্চাৎ হইতে গোপাল আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল।

শ্যামল— বলব!—বিজু।

গোপাল— [বিকৃত স্বরে]—উঁহুঁ—

শ্যা— তবে—মদন!

গো— উঁ—হুঁ—

শ্যা— তবে—ঠিক—গোপাল; ঠিক বল্‌ছি—তুই গোপাল! আঃ—চোখ্ ছাড়্‌না!

গো— [চোখ্ ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে সম্মুখে আসিয়া] একেবারে ব'ল্‌তে পার্‌লি কই? তার দরুণ এই এক কিল্।

[পিঠে কিল্ মারিল]

শ্যা— বা! আমি তোর কি ক'রেছি—মার্‌লি যে বড়!

গো— তোকে বড্ড বেশী ভালবাসি কিনা—তাই!

শ্যা— ভালবাসিস্ ব'লে বুঝি যা-ইচ্ছে তাই ক'রবি!

গো— অন্যায় আব্দার সেইখানেই তো চলে ভাই! যেখানে ভালবাসা পাওয়া যায়, সেখানে যেমন জোর চলে, তেমন আর কোথাও চলে কি? এই ধর্না—আমি যদি তোর এই ঠাকুরের ঘাড়টা মুচ্ড়ে ভেঙে দিই—তুই কি—

[বলিতে বলিতে সত্যই ঠাকুরের ঘাড় ভাঙিয়া দিল]

শ্যা— এ—এ—এই যাঃ—[বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল] দেখেছ—সত্যি সত্যি ভেঙে দিলে—এঁ্যা!

গো— তা ব'লে তুই সত্যি সত্যি কাঁদ্বি?

শ্যা। না—কাঁদ্বে না—এঁ্যা!

গো— তবে কাঁদ্, ছেলেমানুষ কোথাকার!

শ্যা— এঁ্যা—আমি ছেলে মানুষ, আর উনি ছ'কুড়ি সাতের বুড়ো—তাই আমার ঠাকুর ভেঙে দিতে এসেছেন!

গো— আচ্ছা তুই থাম্! ভা-রী তো মাটির ঠাকুর!

শ্যা— মাটির ঠাকুর বুঝি ঠাকুর নয়!

গো— আমি যদি তোকে একটা জ্যান্ত ঠাকুর এনে দিই, তা হ'লে তুই এখন ঠাণ্ডা হবি তো! আচ্ছা—তোর এটা কি ঠাকুর দেখি? [দেখিয়া] এ—তো দেখ্ছি একটা রাখাল! তা তোর গরু কোথায়! পাঁচন নিয়ে তোকে চ'রাতে যাবে নাকি?

শ্যা— দেখ্ গোপাল—তুই বড় বাড়িয়েছিস্!

গো— এত বাড়িয়েছি যে ঠিক তোর এই ঠাকুরটির মত হ'য়ে গেছি!

[বঙ্কিম ভাবে দাঁড়াইয়া] এই দেখ্—জ্যান্ত ঠাকুর ! এই বার ঠাণ্ডা হ'য়ে আমার পূজো কর্ দিকি !

শ্যা— সাধ ক'রে কি বলি, যে—তুই বড্ড বাড়িয়েছিস্ ? পাপে পুড়ে ম'রবি দেখিস্ !

গো। পাপে পুড়্বো ! কেনরে—কি পাপ করলুম্ আবার !

শ্যা— ঠাকুর দেবতা নিয়ে খেলা—আর আগুন নিয়ে খেলা !

গো— তা হ'লে আমার আগে তো—তুই পুড়্বি দেখ্ছি !

শ্যা— তা বৈ কি ! পাপ কর্লেন উনি, আর পুড়ে মর্বো আমি !

গো— আচ্ছা, ঠাকুর দেবতা নিয়ে খেলা ক'র্ছে কে ? আমি—না তুই ? তোর এ-টা খেলার ঠাকুর নয় তো কি ? সত্যি-কারের ঠাকুর যদি বল্তে হয় তো, সে—আমি ! তোর ঠাকুর নৈবিদ্যি টৈবিদ্যি কিচ্ছু খেতে পারে ? আর আমার সাম্নে এনে দে দিকি,—দেখিয়ে দিই একবার ঠাকুর-সেবা কাকে বলে ! পেসাদের আশা-টি সিকেয় তুলে রাখ্তে হবে—চালাকী না !

শ্যা— তোর পেসাদ পাবার জন্য যেন আমার ঘুম হচ্ছে না !

গো— তা—না হয়—নাই হ'লো ! এখন তোর কান্না থেমেছে তো, তাই ঢের ! এইবার আয়, তোর ঐ বাঁকা ঠাকুরের ঘাড়টা সোজা ক'রে দিই ।

[সোজা করিতে বসিল]

শ্যা— কেমন রাখাল-রাজ মূর্ত্তি-টি ছিল ! তেমন আর হ'তে হয় না !

গো— তোরা সবাই যেন ক্ষেপে উ'ঠে'ছিস্ । ন'দের চৈতন্য-ঠাকুরের মত সব কেষ্ট—কেষ্ট—ক'রেই পাগল !

শ্যা— তুই আমার ঠাকুর দে ! খবরদার—এর গায়ে হাত দিস্‌নে। তুই কেষ্ট নিন্দে করিস,—তোর মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয় ! তুই মহাপাপী !

শ্রীরূপের প্রবেশ

রূপ— কে মহাপাপী বালক ! পাপীকে পাপী ব'লে যে ব্যক্তি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেও যে অজ্ঞাতে অনেক পাপ সঞ্চয় করে ! পাপীকে তো পাপী বলে ঘৃণা ক'র্‌তে নেই !

শ্যা— এই দেখনা গোঁসাই,—আমার রাখাল-রাজটিকে গোপাল কি ক'রে ভেঙে দিয়েছে ! আবার বলে কিনা—ও—ই একটা জ্যান্ত ঠাকুর !

গো— শ্যাম্‌লাটার কথা যদি শুন্‌লে গোঁসাই,—তবে আমার কথাটাও একবার শোন ! আমি ব'লেছি—তোর খেলার ঠাকুর নৈবিদ্যি খেতে পারে না ; আর আমি জ্যান্ত ঠাকুর—এমন খাওয়া খেতে পারি যে, এক কুচি পেসাদও প'ড়ে থাক্‌বার উপায় নেই। আমি বল্‌ছিলুম—ঠাকুরের সাম্‌নে শুধু-শুধু খাবার না সাজিয়ে মানুষকে খাওয়াও ; সেই হ'ল সত্যি-কারের সেবা !

রূপ— আচ্ছা গোপাল, তুমি এমন বড় বড় কথা শিখেছ,—তবু তুমি ওর ঠাকুরটাকে ভেঙে দিলে কেন ? যাতে কেউ প্রাণে ব্যথা পায়, সে কাজ কি ক'র্‌তে আছে ? তুমি ব'ল্‌ছ—ও ঠাকুর নিয়ে খেলা ক'র্‌ছে, কিন্তু ও যে খেলার ছলে তাঁকে বাঁধে নি, তা-ই বা কে ব'ল্‌তে পারে ? তোমার মত ছেলের কিন্তু—ঠাকুর-টা ভাঙা উচিত হয়নি।

গো— ভাঙা-গড়া করাটা যেন আমার একটা রোগ ! আর ঐ ভাঙা দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।

রূপ— গড়া'তে না হয় আনন্দ,—কিন্তু ভাঙার আনন্দ কি গোপাল ?

গো— গড়ার চেয়ে ভাঙাতেই তো আনন্দ, ঠাকুর ! না ভাঙ্‌লে কি গড়ে ? এই দেখনা, নদীর এক-কূল ভাঙ্‌ছে ব'লেই আর এক কূল গ'ড়্‌ছে ! কৃষ্ণ-পক্ষে চাঁদ ক্ষয় পাচ্ছে ব'লেই, শুক্ল-পক্ষে আবার পুরে উঠ্‌ছে। আর, ভাঙার আনন্দ যদি কিছু না—ই থাক্‌বে,—তুমি একটা সাজানো সংসার ভেঙে, বাদ্‌সার উজীরী ছেড়ে—এখানে ছুটে এসেছ কেন বল দেখি ! আমি বুঝেছি, তুমি ভাঙার নাম ক'রে গ'ড়্‌তে এসেছ। এখন আমি আসি গোঁসাই, নইলে তোমার সঙ্গে হয়তো আমার এমন ভাঙা-ভাঙি হবে যে, আর যোড়া লাগানো যাবে না। আমার স্বভাবটী-ই এমন বিদ্‌কুটে ! শ্যাম্‌লা—আমি চল্‌লুম—

ঠাকুর লইয়া প্রস্থান

শ্যা— আমার ঠাকুর ! ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছিস্ কেন ? ওরে—নিস্‌নে—নিস্‌নে—

পশ্চাৎ প্রস্থান

রূপ— বালকের মুখে এসব কি কথা ! এ—কি ব্রজেরই মাহাত্ম্য—না আর কিছু ! এখানকার বালকেরা ব্রজের ঠাকুর নিয়ে খেলা করে, ব্রজের ঠাকুর নিয়ে কলহ করে ! আরো এক আশ্চর্য্য কথা ! এই সব ব্রজ-বালক কি সর্ব্বজ্ঞ ! নইলে আমার অতীত জীবনের কথা জান্‌লে কি ক'রে ? মদন-মোহন ! এই বালকদের কাছে যতটা ধরা দিয়েছ, ততটা ধরা তো এখনো পাইনি ! আজ আমার চোখ্ ফুটেছে,—এতদিন অহঙ্কার নিয়েই মিছে মিছে ঘুরে ম'রেছি ; আমার মিথ্যা ধারণা ছিল যে—আমি তোমার সেবায়, তোমার ধ্যানে, তোমার ধারণায় আমাকে উৎসর্গ ক'র্‌তে

পেরেছি! কিন্তু এই ব্রজ-বালক আজ আমার সে ধারণা দূর ক'রেছে! দয়াময়! আজ একবার আমার অতীতের সমস্ত ভ্রান্তি—সমস্ত অহঙ্কার অভিমান ঘুচিয়ে দাও—আমায় চিত্ত-শুদ্ধি ক'র্‌তে শক্তি দাও! যতদিন না তোমার অনন্ত বিভূতির বিন্দুমাত্র উপলব্ধি ক'র্‌তে পারি, ততদিন উপবাসেই তোমার ধ্যানে নিরত থাক্‌বো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-বহির্ভাগ।

[সনাতন একান্ত অন্যমনস্ক ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন]

সনাতন— কে—কার! মানুষ আসে একা, যায়ও একা; এর মধ্যে কত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন-সম্পত্তি, পুত্র-পরিজনকে সে আপনার ব'লে বুকে আঁক্‌ড়ে ধরে;—কিন্তু তারপর! কালের তোরণে যখন বিদায়-বাঁশী বেজে ওঠে,—খেলাঘরের খেলা ভেঙে ঘরে ফির্‌বার ডাক পড়ে, কারও মায়া তখন তাকে পিছু ডেকে ফেরাতে পারে না। ধূলার ঘর, ধূলায় প'ড়ে থাকে! এই বিষয়ের এত তৃষ্ণা—এর সুখের এত আকর্ষণ! মরুভূমির

মাঝখানে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মত ভ্রান্ত মন, বিষয়-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্য মায়া মরীচিকার পিছনে ঘুরে ম'র্‌ছে!—কিন্তু শান্তি কোথায়—সে পিপাসার স্নিগ্ধ পানীয় কোথায়? বিষয়-মুগ্ধ মন! অনুভব কর একবার এই নশ্বর জগতের অসারতা—ভুলে যাও সংসারের মিথ্যা মায়ার অলীক স্বপ্নের কথা—ত্যাগ কর এই আবর্জ্জনা-কলুষিত বিষয়ের মমতা—ভেসে যাও শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া-ডুবানো প্রেমের বন্যায়—গাও নাম-গান—তোল তান—অবিরাম—হরিবোল—হরি—হরিবোল!

গাড়ু-গামছা হস্তে ঈশানের প্রবেশ

ঈশান— দা-ঠাকুর! মুখ হাত ধোবানা? জল এনিছি।

স— জল! আচ্ছা—ঐখানে রাখ। ঈশান, একটা কথা শোন—আমার এখানে কাজ ক'র্‌তে তোমার খুব কষ্ট হয়—না?

ঈ— কষ্ট আবার কিসির দা-ঠাকুর! কিন্তু আপনি আবার এসব ব'ল্‌তেছ কেন? চাকর বাকরের সাথে এ সব বল্‌লি আমাদের মনে হয়—ঠাট্টা কর্ত্তেছে।

সনা— ঈশান! তোমার প্রাণটি বড় সরল! একটু কুটিলতা, একটু অহঙ্কার অভিমান ও-তে নেই। আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনেছ তো! তাঁর প্রাণটাও ঠিক ঐরকম।

ঈ— [কাণে আঙুল দিয়া] আঃ—অপরাধী ক'রোনা দা-ঠাকুর—অপরাধী ক'রো না। ও সব কি ব'ল্‌তেছ! পাপ-চক্ষি শুন্‌লি যে পুড়ে ম'র্‌বো! আপনি মুখ হাত ধুয়ে নেও,—ও-দিকি যে দরবারে যাবার সময় উৎরে গেল! কদ্দূর বেলা উঠেছে তা দেখ্‌তেছ! ঐ দেখ, লোকও এসে

হাজির হ'য়েছে; আপনি মুখ হাত ধুতি ধুতি কথা কও, আমি তার মধ্যি ঝাঁ ক'রে দরবারী পোষাকটা নে আসি।

জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ ও ঈশানের প্রস্থান

রাজ-কর্ম্মচারী— [সেলাম করিয়া] উজীর সাহেব! আপনি কাল দরবারে যান্‌নি—আর আজও এত বেলা হ'য়েছে, গেলেন না দেখে, নবাব আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কি একটা গুরুতর রাজকার্য্য প'ড়েছে।

সনা— রাজ-কার্য্য! তা—হাঁ—কাল দরবারে যেতে পারি নি বটে, শরীরটা মোটেই ভাল ছিল না! আর আজ,—তাও তো যেতে পার্ব্বো না! আজও খুব অসুস্থ মনে ক'র্‌ছি। নবাবকে ব'লো—আমি অসুস্থতার জন্য সত্বরই কিছু দিনের ছুটির দরখাস্ত ক'রে পাঠাব।

রা-ক— অন্য আর কিছু ব'ল্‌বার নেই?

সনা— না—আর বেশী কিছু বলার নেই—যাও।

কর্ম্মচারীর প্রস্থান

সনা— রাজা—মন্ত্রী! যেন অভিনেতা সেজে অভিনয় ক'রে যাচ্ছি! নাঃ—এ রকম ক'রে মনকে ফাঁকি দিয়ে লুকোচুরি খেলা আর ভাল লাগে না। এমন মধুর নাম—প্রেমমাখা হরিনাম ভুলে অনিত্য বিষয়ের রসে ম'জে আছি! ধিক্ আমায়—ধিক্! সনাতন—এই বেলা বেরিয়ে পড়—এই বেলা! যাও মায়া—যাও ঐশ্বর্য্য—যাও বন্ধন সংসারের—পাখী আজ শিকল ছিঁড়্‌বে! আজ আর কেউ তাকে বাঁধ্‌তে পার্‌বেনা—পার্‌বেনা।

[ঈশান আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া সনাতনের ভাবভঙ্গী দেখিতে ছিল; সহসা ছুটিয়া সম্মুখে আসিয়া—]

ঈ— দা-ঠাকুর—দা-ঠাকুর! ওকি! অমন ক'ত্তেছ কেন? হাঁগো—

আপনার কি বাতিকির অসুখ হ'ল নাকি! আমি যে মাথা-মুণ্ডু ছাই কিচ্ছু বুঝ্‌তি পার্ত্তিছি নে! ওরে আমি কনে যাব—এমন মুনিব আমার এমন হ'ল কেন? আজ কদ্দিন ধ'রে দেখ্‌তি পাচ্ছি—দা-ঠাকুরির ঝেন মন্‌ডা খারাপ! তা এ যে অসুখির সূচোনা তা ঝদি বোঝা যেত তা হ'লে আগেই কব্‌রেজ টব্‌রেজের ব্যবস্থা করা যেত!

সনা—আঃ—কর কি ঈশান! থাম—থাম—তুমি এমন বিকট চেঁচামেচি আরম্ভ ক'রে দিলে কেন? আমার অসুখ বিসুখ কিচ্ছু হয়নি।

ঈ— না—হয়নি! আমরা ঝেন বুঝ্‌তি পারিনে!

সনা— সত্যি ঈশান, আমার কোনো অসুখ হয়নি! তবে দরবারে যাবার ইচ্ছে নেই ব'লে, লোকটাকে ব'লে দিলাম,—শরীর খারাপ! আর—আসল কথা শোন ঈশান, বিষয় কর্ম্ম নিয়ে সংসারে আর আবদ্ধ থাক্‌বো না! শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদর্শিত পথে নাম গেয়ে চ'লে যাব।

ঈ— ঝা—ই বল, আর ঝা—ই কর দা-ঠাকুর, বদ্যি ডেকে পাঠাও; আমি কিন্তু ভাল বুঝ্‌তিছি নে!

কবিরাজ ও দুইজন সঙ্গী লইয়া
কর্ম্মচারীর প্রবেশ

রা-ক— উজীর সাহেব! নবাব এই কবিরাজ ম'শায়কে পাঠিয়েছেন; ইনি আপনার চিকিৎসা ক'র্‌বেন।

ঈ— আঃ—বাঁচা গেল; বদ্যির পো, ঠিক সময়েই এয়েছেন! আপনার কাছেই যাব-যাব কত্তিছি! তা ঝেখন এয়েছো, একবার নাড়ী জ্ঞান-ডা ক'রে দেখতো! এই ঠাঁই ডায় ব'স।

সনা— কবিরাজ ম'শায়,—কেন মিছে কষ্ট ক'রে এসেছেন,—আমার তেমন বিশেষ কিছু হয়নি! যাকে আপনারা রোগ ব'লে মনে ক'র্ছেন, তা যদি সত্য সত্যই রোগ হয়, তা হ'লে সে আপনাদের নিদান শাস্ত্রেরও বাইরে। এ—র চিকিৎসা আপনি কি ক'র্বেন?

কবি— আপনি বল্ছেন কি মন্ত্রী ম'শায়! আপনার অসুখের কথা শুনে আমরা কত চিন্তিত! তা ছাড়া নবাবের কাছ থেকে আপনার চিকিৎসার ভার নিয়ে এসেছি যে! চিকিৎসা আমাকে ক'র্তেই হবে! মন্ত্রীর কাজে আপনার এত বয়েস হল, আর আপনি কি-না বলেন, এ রোগ নিদান শাস্ত্রের বাইরে! আ—রে, আপনার কি—ই বা এমন হ'য়েছে? যে রোগী সত্য সত্যই নিদানের বাইরে চ'লে গেছে,—নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'য়েছে,—তাকে পর্য্যন্ত মৃগনাভি, নিদান-বটী ঠুকে দিয়ে চাঙ্গা করেছি—আর আপনি ত ব'সে কথা কচ্ছেন! আপনাকে একটী রসায়ন টসায়ন ব্যবস্থা ক'রে দিলে সত্বরই ভাল হ'য়ে যাবেন। দেখি নাড়ী-টা!

ঈ— দেখতো বাবা বিত্তর পো! ভাল ক'রে দেখ! আপনাদের ভরসাই হ'ল এখন আমাদের ভরসা!

কবি— দেখি জিহ্বা—

সনা— কেন মিছামিছি—

ঈ— আরে জিব্‌ভা-ডা দেখাতিই বা কি দোষ হয়েছে!

কবি— দাস্ত খোলসা হয়?

সনা— কি মুস্কিল! হয়—সব হয়! আমার কিছু হয়নি।

কবি— পেট-টা দেখি একবার! প্লীহা যকৃতের বাড়াবাড়ি আছে কি?

সনা— দেখুন তবে! ব'ল্‌লে ত শুন্‌বেন না!

কবি— [পরীক্ষা করিয়া] নাঃ—শরীর-যন্ত্র আপনার তো তেমন খারাপ ব'লে মনে হ'চ্ছে না! দেখি নাড়ীটা আর একবার! [কিছু পরে] একটু যেন বায়ুর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। তবে এমন বিশেষ কিছু নয়। অষুধ দিয়ে যাচ্ছি,—দু-মাত্রাতেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে! আপনি সমস্ত কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে পারেন, তাতে শরীরের কোন হানি হবে না। দরবারে না যাওয়ার মত এমন অসুখ তো আপনার হয়নি! যাক্—একটা দুর্ভাবনা কেটে গেল।

সনা— দরবারে যাবার ইচ্ছে আর নেই কবিরাজ ম'শায়! এবার বিষয়-কর্ম্ম থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে একান্ত মনে ইষ্ট নাম জপ ক'র্‌বো। বিষয় কর্ম্ম! ছার সব। এই অনিত্য বিষয়ের মমতার বাঁধন কেটে মুক্ত-বিহঙ্গের মত উড়্‌তে হবে,—নাম-রসে ডুব্‌তে হবে! আহা, কি মধুর নাম—গোলকের সুধা-ঝরা নাম—হরিনাম!

কবি— তা, নাম ক'র্‌বেন বৈকি! তাতে কিছু এসে যাবে না। এ অষুধে তেমন বাছা-গোছা কিছু ক'র্‌তে হয় না। অষুধটা সকাল-সন্ধ্যায় দু'মাত্রা জলের সঙ্গে সেবন ক'র্‌বেন। [ঈশানের প্রতি] এ—টা রাখ ঈশান, সময় মত ওঁ-কে খাইয়ে দিও। মন্ত্রী ম'শায়—এখন আমি আসি।

কবিরাজের প্রস্থান

ঈ— সে আর আমারে ব'লে দিতি হবে না!

সনা— শোন—শোন—

নেপথ্যে কে গাহিতেছিল

আমার হরিবোল বলা হ'ল না!
আমি মুখে বলি হরি, মনে অন্য করি—
প্রেম বারি চোখে বহে না।

সনা— শুন্‌লে—শুন্‌লে ঈশান! শুন্‌লে সাধকের আক্ষেপের কাহিনী! হরিবোল বলা হয়নি ব'লে—হরিনাম করা হয়নি ব'লে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে কি করুণ সুরে দেবতার কাছে সে তার বেদনা জানিয়ে গেয়ে চলেছে—কিছু বুঝ্‌লে! ঈশান, শেষের সম্বল এই নাম;—কিন্তু কি ক'র্‌লুম!

কর্ম্মচারী— মাপ্‌ ক'র্‌বেন উজীর সাহেব! নবাবের হুকুম তামিল কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছি। আপনি আজ থেকে বন্দী। রক্ষি! তোমাদের কাজ কর।

[রক্ষিগণকে অগ্রসর হইয়া শৃঙ্খল পরাইতে দেখিয়া ঈশান চীৎকার করিয়া উঠিল]

ঈ— এ—কি—একি! ওরে কেডা কনে আছিস্‌রে, শীগ্‌গির আয়—শীগ্‌গির আয়—দা-ঠাকুরিরি মেরে ফেল্‌লে! এ—কি সর্ব্বনাশ রে!

সনা— থাম ঈশান,—ব্যাপারখানা কি আগে শোন!

কর্ম্ম— ব্যাপার আর কি! আপনি আজ দু'দিন দরবারে হাজির হচ্ছেন না, অথচ তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তাই আপনার ওপর নবাবের সন্দেহ জন্মেছে। অসুখের কথা শুনে কবিরাজ ম'শায়কে পাঠিয়েছেন,—হুকুম দিয়েছেন যে আপনি যদি সুস্থ থাকেন আপনাকে কারাগারে বন্দী ক'রে রাখ্‌তে হবে। যুদ্ধের জন্য আজই তিনি হঠাৎ বাইরে যাত্রা ক'রেছেন। ফিরে এলে আপনার বিচার হবে!

সনা— চমৎকার! চমৎকার—সংসারের খেলা! এক বাঁধন কাট্‌তে গিয়ে আবার আর এক বাঁধন! নাগ-পাশের বাঁধন! পালাতে দেবেনা—পালাতে দেবেনা—শুধুই বাঁধন! সনাতন,—কেন এতদিন বাঁধনের ভয়

জাগেনি—কেন আগে পালাতে চেষ্টা করনি ! যে নামের গুণে ভবের বাঁধন টুটে যায়—সেই নামে—ভব-বন্ধন-হারী শ্রীহরির সেই প্রেম-মাখা নামে কেন এতদিন আত্ম-ভোলা হওনি !

ঈ— এরা বলে কি—এঁ্যা ! দেব চরিত্তির মানুষ—ওঁর ওপরে সন্দ ! কলি উচ্ছন্ন যাতি ব'সেছে,—মেলোচ্ছ কি আর সাধ ক'রে বলে ? ওদের ব্যাভার দেখে বলে—স্বভাব দেখে বলে ।

সনা— জাতের নিন্দা ক'রোনা ঈশান ! ওতে নিজেরই নীচতা প্রকাশ পায় !

ঈ— ক'র্‌বো না তো কি ক'র্‌বো ! তোমারে কয়েদে পুর্‌লি—আমি কি করে থাক্‌বো বলতো ?

সনা— তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো ।

কর্ম্ম— দেরী হ'য়ে যাচ্ছে উজীর সাহেব ! এখন আসুন—[রক্ষীর প্রতি] নিয়ে এস !

সনা— চল ! মদন-মোহন—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক !

তৃতীয় দৃশ্য

পথ।

[শ্যামল গোপাল প্রভৃতি ব্রজ-বালকগণ গায়িতেছিল]

রাখাল-রাজা—ব্রজে কিসের অভাব ছিল বল্,—
শ্যাম্‌লী-ধ'লী, সুবল-সুদাম নীল যমুনার জল!
ছিলরে তোর রাজ-আভরণ,—পীত-ধটী, ফুলের ভূষণ,
ছিল মুকুট শিখি-পাখা—চূড়ায় টল-মল!
আজ কারো নেই মুখে হাসি, ধূলায় লুটায় মোহন-বাঁশী—
আজ যে ব্রজের মন উদাসী—নয়ন ছল-ছল!

শ্যা— কই গোপাল, তুই তেমন ভাল ক'রে গাইলি না তো!

গো— আমার যেন আজ কিছু ভাল লাগ্‌ছে না ভাই!

শ্যা— কেনরে—কি হয়েছে!

গো— আমার মনটা কেমন কচ্ছে! যেন আমার আপনার কেউ কোথাও বিপদে প'ড়েছে—কি খুব কষ্ট পাচ্ছে!

শ্যা— তোর ভাই যত সব বিদ্‌-কুটে কথা! ঐ সব মন-গড়া জিনিষ নিয়ে মন খারাপ করাটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে!

গো— সত্যি ভাই, আমার কষ্ট হচ্ছে ব'লেই ব'ল্‌ছি। আমার পেটে যেন কিছুই নেই—যেন কতদিন থেকে উপোস ক'রে আছি। আবার মনে হচ্ছে—আমার হাত দু'খানা যেন কে বেঁধে রেখে দিয়েছে।

শ্যা— [গোপালের হাত ধরিয়া] ও সব পাগ্‌লামী ছাড়্‌ দিকি ! তোর মুখ ভার দেখ্‌লে আমাদের ও যে বড় কষ্ট হয়। এখন আয়তো— মন্দিরের দিকে যাই ! মদন-মোহনের আরতি দেখে আসি !

গোপালকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগার।

দীপালোকে গবাক্ষ-পথে সনাতনকে দেখা যাইতেছিল।

সনাতন— হরের্ণাম—হরের্ণাম—হরের্ণামৈব কেবলম্‌।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কেউ নেই—এই নাম বিনা কলিতে নিস্তার ক'র্‌তে আর কেউ নেই।

গবাক্ষ-পথে ঈশান আসিয়া ডাকিল

ঈ— দা ঠাকুর !

সনা— [বাহিরে চাহিয়া] কে ঈশান ! এই রাত্রে—অসময়ে—তুমি এখানে ছুটে এসেছ কেন ?

ঈ— আমার কি দা-ঠাকুর আর সময় অসময় আছে ! তোমার

জনি্য আমার বুকটার মধ্যি ঝা হচ্ছে তা কারে বলি! ভাত খাতি ব'সলাম,—কিন্তু খাতি পাল্লাম না দা-ঠাকুর! মুখিই তুল্‌তি পাল্লাম না, তা খাবা! মুখি তুল্‌তি যাবো—অমনি তোমার কথাডা মনে প'ড়ে গেল। মনে হল—আহা দা-ঠাকুরিরি সেই সক্কালবেলা কয়েদে পুরেছে,—কত কষ্টই হ'য়েছে! দা-ঠাকুরির আমার সমস্ত দিন খাবা হয়নি—মুখখানা হয়তো শুকিয়ে গেছে। তাই আর চুপ ক'রে থাক্‌তি পাল্লাম না। সব ফেলে ছুটে আলাম। বলি দা-ঠাকুরিরি কিছু না খেবিয়ে এ পিণ্ডি গিল্‌তি পার্‌বো না। [কতকগুলি ফল বাহির করিয়া] এই গুলো নেও দা-ঠাকুর! একটু খানি মুখি দেও—আমি দেখে ঠাণ্ডা হই। আহা—মুখ-খানা একটু খানি হ'য়ে গেছে!

সনা— ঈশান—ঈশান—আবার ভালবাসার মায়ায় বাঁধ্‌তে এসেছিস্‌! এ—কি প্রাণ রে তোর! আজ যে তোর দিকে চেয়ে, সেই ভক্তাধীনের কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে! যেন কোন্‌ ভক্ত কোথায় কোন্‌ বিজন গহনে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে প'ড়ে আছে, আর গোলোকের সিংহাসন ছেড়ে গোলোকবিহারী রাখাল-বালক বেশে ফল-হস্তে ক্লান্ত ভক্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন! ঈশান—এই ভালবাসার বাঁধনেই বুঝি মানুষ সংসারে বাঁধা প'ড়ে থাকে! না—না ঈশান, তুমি যাও—আমার এখানে কোন কষ্ট—কোন অসুবিধা হয়নি! আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে, তুমি যাও—খেয়ে নাও—

ঈ— আমার পেত্যয় যাচ্ছে না!

সনা— ঈশান—আজ তুমিও আমার কথায় অবিশ্বাস ক'র্‌ছ!

ঈ— না—দা-ঠাকুর না! আপনার মুখির কথাই ঢের! আপনারে

অবিশ্বেস! সে ঝেদিন ক'র্‌বো, সেদিন ঝেন আমার মস্তোকে বজ্জোঘাত হয়! দোষ নিও না দা-ঠাকুর। ছোট মন আমাদের— খারাপটাই ভাবি কি না!

সনা— ঈশান—তোমার মত ছোট কবে হ'তে পার্‌বো বলত!

ঈ— আবার ও সব কি আরম্ভ ক'র্‌লে! আমার পরকালের পথ-টাও খেলে দেখ্‌ছি!

সনা— ওঃ—ভুলে গেছি। ঈশান—আজ সমস্ত দিন যে তোমার খাওয়া হয়নি! যাও—কিছু খেয়ে নাও।

ঈ— তা হ'লি, আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না?

সনা— অন্য কষ্ট এমন বিশেষ কিছু নয় ঈশান! তবে মনে বড় একটা অশান্তি র'য়ে গেল!

ঈ— কি দা-ঠাকুর!

সনা— একবার শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধামে যাবার ইচ্ছা ছিল, তা-বুঝি আর হ'লনা।

ঈ— আচ্ছা দা-ঠাকুর! এট্টা কথা 'ব'ল্‌বো? তুয়্য ভেবো না! এখান-তে পেলিয়ে যাবা যায় না।

সনা— সে—কি ভাল হবে ঈশান?

জমাদারের প্রবেশ

জমাদার— এই ও— কোন্—হ্যায়!

ঈ— [পিছাইয়া] এ—এই—গে—ঈশেন!

জমা— ঈশেন-ফিশেন বুঝিনে—এখানে কি?

ঈ— আমার দা-ঠাকুরির সাথে দেখা কত্তি এয়েলাম।

জমা— ভাগো—জল্‌দি—ভাগো—

ঈ— ওঃ—আপনি জমাদ্দার! সেলাম সাহেব—সেলাম! তা সাহেব—আপনারাই ত হচ্ছ দণ্ড-মুণ্ডির কত্তা। মুন্ত্রি মশাইরি কেন মিছে মিছে কয়েদে পুরেছ বল তো! দা-ঠাকুরির মত এমন দেব-তুল্যি মানুষ এ রাজ্যি আর আছে ব'ল্‌তি পারো!

জমা— কি ক'র্‌বো বল! আমাদের তো এতে কোন হাত নেই!

ঈ— আচ্ছা, আপনিই বল সাহেব—আল্লার দিব্যি আপনার—দা-ঠাকুরির ওপর আপনার কোনো সন্দ হয়!

জমা— না—না—সে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না। এত মিথ্যে খোদা সইবে না!

ঈ— তবেই দেখ সাহেব! দা-ঠাকুর একেবারে নিদ্দুষী! তা—আপনার ওপর ঝেথন ভার র'য়েছে—ও-নারে ছেড়ে দেও না!

জমা— তাইত! পেটের দায়ে গোলামী করি,—এ-টুকু গেলে,—ছেলে পুলে সব না খেয়ে ম'র্‌বে।

ঈ— ছেলে-পুলের ভাবনা আপনার কিছু ভাব্‌তি হবে না। সে ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেব। [আঙ্গুল দেখাইয়া নিম্ন-স্বরে] সাত হাজার!

জমা— তা—তা—ব'ল্‌ছো বটে—কিন্তু কি করি! নবাবকেই বা কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়!

ঈ— আঃ—আপনারা জ্ঞান্‌মান মানুষ,—এ-ডাও ধড়ে আস্‌তেছে না! এই ধরনা গে—ব'লে দিলে যে, চান্ করাতি গে গোঁসাই সেই যে গঙ্গায় নাব্‌লো—আর উঠ্‌লো না! তালাস ক'রেও মিল্‌লো না!

জমা— তা—বাৎলেছ ঠিক ! কিন্তু নবাব যখন দেখ্‌বে যে, উজীর সাহেব বাড়ী আছেন—তখন ?

ঈ— আরে—গোঁসাই এখানে থাক্‌লি তো ! তিনি যাচ্ছে বিন্দাবনে। বিন্দাবন-চন্দর তাঁরে পায়ে ডেকেছে কিনা !

জমা— তা—উজীর সাহেবের মতটা একবার জানা দরকার !

সনাতন— [বাতায়ন-পার্শ্বে আসিয়া] জমাদার সাহেব ! আমি সব শুনেছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমায় বিপদের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে মুক্তি নিতে চাই না। তুচ্ছ স্বার্থের জন্য এত বড় অন্যায় আমি কর্ত্তে পার্‌ব না !

ঈশান— জমাদার সাহেব ! দা-ঠাকুর আমার কি তা হ'লি কয়েদেই প'চ্‌বে ?

[জমাদার চিন্তিত ভাবে পাদচারণা করিতে লাগিল]

ঈ— দেখ সাহেব ! দা-ঠাকুরির জীবন মরণের ভার তোমার হাতে !

[জমাদার কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে কারাগারের দ্বার খুলিয়া ডাকিল]

জমা— উজীর সাহেব—বাইরে আসুন !

সনা— এ কি ক'র্‌ছ তুমি জমাদার ?

জমা— যা ভাল মনে ক'রেছি তাই কচ্ছি,—আপনি মুক্ত। এখন আপনার সাধনার পথে চ'লে যান।

সনা— কিন্তু তোমার সম্মুখে যে সমূহ বিপদ !

জমা— থাক্ বিপদ—এই সামান্য চাকরীর জন্য আপনার মত একটা লোকের জীবন নষ্ট হ'তে দিতে পার্‌বো না ! উজীর সাহেব !

ধর্ম্মাধর্ম্ম-বোধ আমার কিছু নেই—তা'হলেও আমি মানুষ ! মানুষে যা করে, তাই কচ্ছি ; এতে যদি বিপদ আসে—আসুক। সেজন্য আপনাকে চিন্তা কর্ত্তে হবে না।

সনা— জমাদার ! তুমি আমায় এক মহা-পরীক্ষার মাঝখানে এনে ফেলেছ। মুক্তি-গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

জমা— কিছু না ! এ মুক্তি আপনাকে নিতেই হবে। আমায় আর মহাপাপের ভাগী ক'র্‌বেন না। আপনি নিজের জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছেন, আমাকেও আমার জীবনের পথ খুঁজে নিতে দিন। এই কারা-দ্বার খোলা রইল—আমি চল্‌লুম।

প্রস্থান

সনা— [বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে] জমাদার—জমাদার—

ঈ— চ'লে গেল ! নিদ্দ্‌ষীর সাজা দেখে ওর চাকরীর ওপর ঘেন্না ধ'রে গেছে।

সনা— ঈশান ! পথ খোলা ! এখন আমি আসি—তুমি একবার জমাদারের খোঁজ নাওগে।

[প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

ঈ— দা-ঠাকুর—দা-ঠাকুর—

সনা— কি ব'ল্‌ছ ঈশান ?

ঈ— শুধু হাতে যাবা ? পথের বিপদ আপদ আছে—খাবা-দাবা—

সনা— না—ঈশান ! শুধু হাতেই যাব ; অর্থ সকল অনর্থের মূল ! ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ব'ল্‌ছো ! তাতে যদি একান্তই কাতর হ'য়ে পড়ি, বনের ফল আছে—নদীর জল আছে—তারাই ক্ষুৎ-পিপাসা দূর ক'র্‌বে ! ঝড়-বৃষ্টি

আসে—গিরি-গুহা আমায় আশ্রয় দেবে! পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যদি নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি—ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে স্নিগ্ধ সমীরণ ভৃত্যের মত বাতাস কর্‌বে! ঈশান—ভগবানের রাজ্যে অভাব কিসের!

ঈ— কক্ষনো অভ্যেস নেই—এসব কি শরীলি সবে?

সনা— সবে ঈশান—সবে! তার জন্য কিছু ভেবো না। তা ছাড়া সাধন-সমরে জয়ী হ'তে গেলে চাই ত্যাগ; ত্যাগই হ'ল এ সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র। তুমি যাও—আহারাদি কর—আমি আসি—

ঈ— আসি কি? আমারে সঙ্গে নে যাবানা? ফেলে যাবা? তবে ধর্‌লাম এই পা! কি ক'রে ছেড়িয়ে যাবা যাও দিনি!

[পা জড়াইয়া ধরিল]

সনা— ওঠ—ওঠ ঈশান, করকি! নারায়ণ—নারায়ণ—ত্যাগের পথেও এত বাধা!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভুঁইয়ার গৃহ।

ভুঁইয়া ও অনুচর কথোপকথন করিতেছিল।

ভুঁইয়া— এ ধারে লোক-চলাচল কি একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল নাকি? আজ ক'দিনের মধ্যে একটা শিকার ও তো জুটলো না!

অনুচর— কি ক'র্‌বো বল! চেষ্টার ত্রুটী-তো কিছু ক'রিনি! প্রায় সমস্ত দিনই এ-গ্রাম সে-গ্রাম ক'রে—এ-পথ সে-পথ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি,—না জুট্‌লে কি ক'র্‌বো!

ভুঁ— বৃন্দাবন-যাত্রীরা প্রায়ই এই পথ দিয়ে বৃন্দাবনে যায়,—সেই আশাতেই এ দিকে এসে আস্তানা গেড়ে ব'সেছিলুম, কিন্তু তা'রাও দেখ্‌ছি চালাক হ'য়ে প'ড়েছে।

অ— তা'রা চালাক হ'য়েছে—কি আমাদের কপাল মন্দ প'ড়েছে, তা-ই বা কে ব'ল্‌তে পারে!

ভুঁ— একই কথা,—তাদের চালাক হওয়া মানে, আমাদের কপাল মন্দ হওয়া—আর আমাদের কপাল মন্দ হওয়া মানে তাদের চালাক হওয়া!

অ— [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছোরা বাহির করিয়া] আর দেখনা—

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এ গুলোর ও কপাল মন্দ প'ড়েছে! অনেক দিন রক্তের মুখ দেখেনি কিনা—

ভুঁ— তাই বুঝি মরচে ধ'রেছে?

অ— মরচে ধ'রবে! না—না ও সব অলক্ষুনে কথা ব'লো না। তা কক্ষনো হ'তে দেব না! এই এখুনি চল্‌লুম শিকারের সন্ধানে—মেলে তো ভালই, আর নিতান্তই যদি অমিল হয়, তা হ'লে নিজের হাত চিরে আজ ওকে রক্তের মুখ দেখাব।

ভুঁ— খুব বীরত্ব হ'য়েছে—থাক্! এদিকে সন্ধ্যে ও তো হ'য়ে গেছে। এখন একবার খড়ি-কাঠিটা নিয়ে এস দিকি, দেখা যাক্ আর একবার গুণে—

অ— ঠিক্ কথা—ঠিক্ কথা, তাই দেখ! হিসেবের মধ্যে যদি কিছু ধরা না পড়ে—সমস্তদিন রাত ঘুর্‌লেও কিছুর সন্ধান মিল্‌বে না।

[খড়ি আনিয়া দিয়া বলিল]

পাতো দেখি একবার খড়ি-টা ভাল ক'রে!

ভুঁ— দাও দেখি—[খড়ি পাতিয়া গণিতে বসিল]

অ— [বসিয়া দেখিতে লাগিল] জয় মা, মিলিস্—মিলিস্—

ভুঁ— [অনুচরের প্রতি] চুপ্!

অ— কেন—কি হ'ল! মিল্‌ছে নাকি?

ভুঁ— মিল্‌ছে—মিল্‌ছে—চুপ্। সনাতন গোস্বামী—সনাতন—বৃন্দাবনের যাত্রী—সঙ্গে ঈশান চাকর—

অ— চাকর-বাকরে কি হবে? মালের খবর কি?

ভুঁ— আছে—আছে চুপ! পনরটা মোহর—সোনার মোহর—এই খানেই—সামনের পথে আস্‌ছে!

অ— [লাফাইয়া উঠিয়া] সোনার মোহর ! তবে আর কি, কেল্লা মার্ দিয়া ! এইবার—

ভুঁ— আঃ—চুপ্ ! লাফানি রাখ। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়—জল্‌দি ! দেরী হ'য়ে গেলে তারা দূরে গিয়ে প'ড়্বে ! এ দাঁও ফস্‌কালে আর সহজে মিলবে না কিন্তু !

অ— ফ'স্‌কে যাবে ? হাতে এসে ! এত কাল ধ'রে তবে কচ্ছি কি ? আচ্ছা, আমি তাদের আনতে চল্‌লুম। এ দিকে যেন সব তৈরী থাকে।

প্রস্থান

ভুঁ— জয়-মা—জয়-মা আশাপূর্ণা ! আগামী অমাবস্যার রাত্রে মহা ধূমধামে তোর মন্দিরে পূজোর আয়োজন ক'র্‌বো মা ! এমনি ক'রে সন্তানের আশা পূর্ণ ক'রে যেন তোর আশাপূর্ণা নাম সার্থক করিস্। এখন যাই,—গোঁসাই ঠাকুরের শেষ ভোজনের ব্যবস্থাটা চট্ ক'রে সেরে আসি !

ভুঁইয়ার প্রস্থান

সনাতন ও ঈশানকে লইয়া অনুচরের পুনঃ প্রবেশ

অ— আসুন—আসুন ! 'না' ব'ল্‌লে কিছুতেই শুন্‌বো না। এই রাত্রে, বিদেশী মানুষ আপনি,—আপনাকে কি ক'রে পথে ছেড়ে দিই বলুন তো ? যদি দেখা না হ'ত, সে এক কথা ! এই বাড়ী—

সনা— কেন আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন ? পথের যাত্রী পথিক আমরা,—রাত্রেই হ'ক—আর দিনেই হ'ক, পথ-ই তো আমাদের আশ্রয় !

ভুঁইয়ার পুনঃ প্রবেশ

ভুঁ— প্রণাম হই ঠাকুর ! [প্রণাম করিল]

সনা— জয়োঽস্তু—নারায়ণ কল্যাণ করুন!

ভূঁ— আজ আমার কি শুভদিন! অনেক পুণ্যে সাধু-দর্শন মেলে —আর সেই সাধু আজ আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন—এ-কি কম সৌভাগ্যের কথা!

অ— কিন্তু উনি যে আজ রাত্রি এখানে কিছুতেই স্থিতু হ'তে চাচ্ছেন না!

ভূঁ— সে—কি ঠাকুর! বলেন কি? নরকে যাওয়ার পাতকের ভাগী ক'র্‌বেন না। কোন বৃন্দাবন-যাত্রী এ অধমের কুঁড়েতে পায়ের ধূলো না দিয়ে যেতে পারেন নি। পাঁচজন সাধু-মোহান্তের পায়ের ধূলো পাব ব'লেই তো এই তীর্থের পথে বাসা নিয়েছি!

ঈ— তা—দা-ঠাকুর, এ তে আর অমত ক'রো না! ও-নারা ঝেখন এতো ক'রে ব'ল্‌তেছে তেখন রাতটে এখানে কেটিয়ে গেলিই বা দোষ কি! তা ছাড়া অন্ধকার রাত্তির—পথের কষ্ট তো আছে!

সনা— সেই জন্যই তো বাইরে থাকার দরকার! আরামের ভিতর —স্বচ্ছন্দতার ভিতর থাক্‌লে, তাঁর নামটী সহজে মনে আসে না; কিন্তু কষ্টের মাঝখানে প'ড়্‌লে দয়াময়ের নামটী মনে না এসে পারে না! তখনই তো মানুষ তাঁকে প্রাণের সঙ্গে ডাকে—বিপদহারী মধুসূদন ব'লে তখনই তো তাঁর শরণাপন্ন হয়! যাক্—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ওঁদের যখন এত আগ্রহ, তখন আজ এখানে রাত্রি-বাস কর্‌তে অমত করা উচিত নয়।

ভূঁ— ক'র্‌লে শুন্‌ছেই বা কে? [অনুচরের প্রতি] তুমি যাও— জল নিয়ে এস—আমি নিজে গোঁসাইজীর পা দু'খানা ধুয়ে মুছিয়ে দেব।

অ— যাই—

ভুঁ— গোঁসাইজীর সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য গঙ্গাজল দরকার হবে—আছে ত ?

অ— থাক্‌লেও তাতে হবে না। কয়েক দিন হ'ল আনা হ'য়েছে। পাত্রের মুখটা খোলা ছিল, আর্‌সোলা প'চে জলটা নষ্ট হ'য়ে গেছে !

ভুঁ— তাহ'লে তুমি একেবারে গঙ্গা থেকেই ঘুরে এস। কতটুকু সময় আর লাগ্‌বে !

অ— বেশী সময় লাগ্‌বে না—এক্ষুনি আসছি !

প্রস্থান

সনা— আমাদের জন্য এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আহারেরও বিশেষ কোন আয়োজনের দরকার নেই।

ভুঁ— গরীব মানুষ,—আয়োজন আর কি ক'রব ! আর—কোথায়ই বা পাব। তবে ভরসা এই যে, বিদুরের 'ক্ষুদে' ভগবান সন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন। আপনারা একটু অনুমতি করুন, আমি একবার ভিতর থেকে ঘুরে আসি। একা মানুষ—সবদিকেই দেখ্‌তে হয় কিনা।

প্রস্থান

সনা— ঈশান !

ঈ— দা-ঠাকুর !

সনা— কি রকম মনে হচ্ছে ?

ঈ— কি—কি-রকম, দা-ঠাকুর !

সনা— একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব। ঠিক্ উত্তর দিও।

ঈ— ঠিক্ উত্তরই তো দেব,—বেঠিক্ দিতি যাব কেন ?

সনা— তোমার কাছে টাকাকড়ি কি আছে !

ঈ— হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস কত্তেছ কেন দা-ঠাকুর!

সনা— প্রয়োজন হ'য়েছে ব'লেই ক'রছি।

ঈ— তেবু শুনি, পিরোজন ডা—

সনা— আছে কি-না তাই বল না!

ঈ— [মৃদু হাসিয়া] মিথ্যে কথা ব'লবো না! নিঃসম্বলে পথে বেরুতি নেই কিনা—তাই—

সনা— তাই বুঝি পথের সম্বল ক'রে নিয়েছ! বাঁচতে চাও তো, যা আছে এইবেলা বা'র কর—এই বেলা!

ঈ— তা—কচ্ছি! কিন্তু ব্যাপার-ডা একবার খুলেই বল না!

সনা— অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ! এ-রা এত যত্ন কচ্ছে কেন বুঝেছ?

ঈ— কেন?

সনা— এদের বাড়াবাড়ি দেখে আমার মনে সন্দেহ হ'য়েছে। এরা নিশ্চয়ই ডাকাত। যে লোকটা গঙ্গাজল আনতে গেল, তার কোমরে ছোরা র'য়েছে দেখতে পেলুম! এই বেলা যা আছে বা'র কর—নইলে তোমার—আমার কারো নিস্তার নেই!

ঈ— এঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ! কি হবে দা-ঠাকুর!

সনা— হবে আর কি! ওদের যা দরকার, তা পেলে দয়া ক'রে ছেড়ে দিতেও পারে।

ঈ— তবে এই নেও,—ঝা কত্তি হয় কর।

[কাছা খুলিয়া পনরটা মোহর সনাতনের হাতে দিল]

এইগুলো আমার কাছে ছেল—

সনা— আর কোথাও কিছু নেই তো! ভাল ক'রে দেখ।

ঈ— না দা-ঠাকুর,—আর কোথাও কিছু নেই! জীবনের মায়া আমারও তো একটু আছে!

ভুঁইয়ার প্রবেশ

ভু— আপনাদের এতক্ষণ একা বসিয়ে রেখে যেতে বাধ্য হ'য়েছি,—আশা করি এজন্য কোন অপরাধ নেবেন না!

সনা— অপরাধ নেব কি ব'ল্‌ছেন? আজ আপনার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'য়েছি! অতিথি স্বরূপে এরূপ ব্যবহার পাওয়া আমার জীবনে এই প্রথম—এবং আশাকরি এই-ই শেষ! জানি, অর্থ সকল অনর্থের মূল! তাই সব পরিত্যাগ ক'রেই বেরিয়েছি,—কিন্তু ঈশান যে এখনো কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ কত্তে পারেনি,—তা তো আমায় আগে জান্‌তে দেয়নি! সেই জন্যই আপনাদের এত কষ্ট পেতে হ'য়েছে। এই মিছামিছি কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি বার বার আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি; আর আপনাদের কষ্ট পেতে হবে না—আর ছুটোছুটি ক'র্‌তে হবে না। সঙ্গে অর্থ আছে জান্‌লে, আপনার সঙ্গীটিকেও জলের জন্য গঙ্গায় ছুট্‌তে দিতাম না। তবে মনে হয়—তিনি তত্তটা কষ্ট ক'রে গঙ্গায় যান্‌নি। বাড়ীর ভিতরেই অতিথি-সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন! তাঁকে ডেকে পাঠান; বলুন যে, আর মিথ্যা কষ্ট স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। অতিথি তার ত্রুটি বুঝ্‌তে পেরেছে,—সেজন্য বড় লজ্জিত, বড় অনুতপ্ত। পনর-টি মোহর এর সঙ্গে ছিল,—আমি তা জান্‌তুম না। এই নিন্‌—পনরটা-ই আছে—নিন্‌—এতে কোন দ্বিধা মনে ক'র্‌বেন না। সংসার-ত্যাগীর কাছে অর্থ রাখ্‌তে নেই। দয়া করুন—আমায় ভার মুক্ত করুন—গ্রহণ ক'রে অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

ভুঁ— হুঁ!

ঈ— হুঁ—কি সর্দ্দার! দা-ঠাকুর ঝা ব'ল্তেছে,—তাই কর; দোহাই তোমার—আমাদের জীবনে মের না।

সনা— ইতস্ততঃ ক'র্বেন না; অতিথির প্রার্থনা অপূর্ণ রাখ্তে নেই!

ভুঁ— এ্যাঁ—চোরের ওপর বাট্‌পাড়ি! বলিহারি! চালাকীতে এরা আমারও ওপর যায় দেখ্‌ছি। নতুন ধরণের চা'ল দিয়েছে বটে। তা—হচ্ছে না গোঁসাই! চোখ্‌ যখন ফুটিয়ে দিয়েছ, আজ তোমাকে কিছুতেই ছাপিয়ে উঠ্‌তে দেব না! তুমি এমনি ক'রে একটা ত্যাগের মাহাত্ম্য দেখিয়ে জগতের বুকে ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাবে, আর আমি তা-রি উপলক্ষ হ'য়ে অবজ্ঞার বোঝা বুকে নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো? সে হয় না গোঁসাই—হবেনা! জীবনে সে অনেক মোহর দেখেছে,—অথচ তার দৈন্য ঘোচেনি। তাই বুঝি সেই দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্যই সে এতদিন তোমার পথ চেয়ে ব'সে ছিল! আজ মাহেন্দ্র-ক্ষণ এসেছে—তুমি এসেছ! গোঁসাই—গোঁসাই—দয়া কর—দয়া কর—

[পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল]

সনা— [উঠাইয়া] দয়া ক'র্বার আমি কে সর্দ্দার! তবে যদি প্রাণের ব্যথা জানাবার নিতান্ত প্রয়োজন হ'য়েছে ব'লে মনে কর, তাহ'লে যুগ-যুগান্ত ধ'রে সর্ব্ব জীবে, সমভাবে বিতরণ ক'রেও যাঁর দয়ার শেষ হয় না,—সেই দয়াল হরিকে ডাক—সেই সুধাময়-নাম হরিনামে আত্ম-ভোলা হও। তোমার কিছুরই অভাব থাক্‌বে না।

ভুঁ— ডাক্‌তে পাচ্ছি না—মুখে আস্‌ছে না! বল দাও—শক্তি দাও!

সনা— বল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

ভুঁ— হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

সনা— ঈশান!

ঈ— দা-ঠাকুর,—আপনি কি ব'ল্‌তেছ তা আমি বুঝিছি। আমি আপনার পথের কাঁটা হ'য়ে দেঁড়িয়িছি! আর না—আর আপনারে জ্বালাতন ক'র্‌বো না—একবার পায়ের ধূলো দেও দা-ঠাকুর,—যদি কথনো পায়ে ঠাঁই পাবার যুগ্যি হই, তেথন আস্‌বো। হরি—দীনবন্ধু মধুসূদোন—

পদধূলি লইয়া বেগে প্রস্থান

সনা— ঈশান—ঈশান—

পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

যমুনা-তীরস্থ পথ

গোপাল।

গোপাল— রূপ-সনাতন দু'টি ভাইকে নিয়ে আমার আর কিছুতেই স্থির হওয়ার উপায় নেই! তারা যে আমার একান্ত ভক্ত,—তাদের আহ্বান যে আমার গোলোকের সিংহাসন পর্য্যন্ত গিয়ে বাজে,—সে ডাকে যে আমার সুখ-তন্দ্রা ভেঙে যায়, আমাকে একেবারে চঞ্চল ক'রে তোলে! কঠোর সাধনায় তাদের সিদ্ধি-লাভের সময়ও নিকট হ'য়ে

আস্‌ছে, তাই আজ এই ব্রজ-বালকের বেশে আমাকে এখানে আস্‌তে হয়েছে। রূপ, আজ কয়েকদিন হ'ল অনাহারেই নাম জপ কচ্ছে,—ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না তাকে কত কষ্টই না দিচ্ছে,—কিন্তু তবুও সে স্থির! আমার স্বরূপ কিছু উপলব্ধি ক'র্‌তে না পার্‌লে সে আর জল গ্রহণ ক'র্‌বে না! ওরে গোঁসাই—এ কষ্ট কি তুই কেবল নিজেই ভোগ কচ্ছিস্‌! তোদের পায়ে একটা কাঁটা বিঁধ্‌লে সে যে আমার বুকে এসে শেলের মত বাজে,—তা-তো তোরা জানিস্‌নে! ক্ষুধার তাড়না যখন তোকে কষ্ট দেয়, তখন যে আমার জঠরে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার জ্বালা জ্ব'লে ওঠে! তোর তৃষ্ণার যে অগস্ত্যের সিন্ধু-শোষী পিপাসা জাগে! কয়েক দিন থেকে তোকে কিছু খাওয়াতে চেষ্টা ক'র্‌ছি—কিছুতে পারিনি! আজ কিন্তু তোকে কিছু খেতেই হবে! ওদিকে আবার সনাতন ও আস্‌ছে; তা'র ত্যাগের পরীক্ষাও প্রায় শেষ ক'রে এনেছি—আর একটু বাকী। যাই—এখন শ্যাম্‌লাটাকে সঙ্গে নিয়ে আসি, তা নইলে ব্যাপারখানা বেশ জমাট রকমের হচ্ছে না!

প্রস্থান, অন্যদিকে রূপের প্রবেশ

রূপ— নারায়ণ—আর কতদিন—কতদিন! কতদিনে আর তোমার দেখা পাব দয়াময়! গোলোকনাথ! তোমার সিংহাসন কতদূরে—কত উচ্চে? এ আহ্বান কি সেখানে গিয়ে পৌছোয় না! তাহ'লে দেখছি, আমার এ জীবনের সাধনা অপূর্ণই র'য়ে গেল! এদিকে শরীর ক্রমশঃই ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে,—আর তো বেশীদিন চ'ল্‌বে ব'লে মনে হয় না! এ জীর্ণ-তরী বুঝি এই অপার সংসার-সমুদ্রের তল-হীন সীমাহীন বিস্তৃতির মাঝখানেই ডুবে যায়! পারের কাণ্ডারী—আস্‌বে না কি? এই মগ্নপ্রায়

জীর্ণ তরীখানি উদ্ধার ক'রতে তোমার সেই নব-নীরদ-লাঞ্ছিত উজ্জ্বল শ্যাম-মূর্ত্তি নিয়ে একবার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে না কি? আমার যে বড় সাধ হয়—একবার দেখি—সেই মূর্ত্তি—শিরে শিখি-পাখা, কটি-তটে পীতবাস—শ্রী-হস্তে মোহন-মূরলী—বামে রাই-কিশোরী! সেই ভুবন-ভুলানো যুগল ছবি! দীনবন্ধু—দীনের বাসনা বুঝি আর পূর্ণ হ'ল না! —যাক্, যদি তাই-ই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্। রূপ! অধীর হ'য়োনা,—বিশ্বাস হারিয়োনা—

[বসিয়া পড়িলেন এবং পরে ক্লান্তভাবে এক শিলাখণ্ডে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন]

নারায়ণ—নারায়ণ—ডাকে তো সাড়া দিলেনা! তবে আজ থেকে মৌন-ব্রত অবলম্বন ক'র্‌লুম—এবার আমার ধ্যানের ছবি হও!

শ্যামলকে টানিতে টানিতে ছোট একটি কমণ্ডলু হস্তে গোপালের প্রবেশ

শ্যামল— না ভাই ছেড়ে দে,—এখন আমি কোথাও যাব না!

গো— আরে আয় না,—একটা মজা দেখ্‌বি আয়!

শ্যা— ব'ল্‌ছি যাবনা—তবু আয়!

গো— আচ্ছা তুই একটুখানি দেখে যা! আমার যা-হাসি পাচ্ছিল!

শ্যা— তোর যে কিসে হাসি পায়, আর কিসে কান্না পায়, তা আমি এ পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না! তুই যেন একটা মেঘ আর রদ্দুরের খেলা! এই রদ্দুর ফুটছে—আবার এই বৃষ্টি হচ্ছে! ছাড়্‌বিনে যখন, তখন চল্—দেখে আসি তোর মজার বহর-টা! আর কতদূর যেতে হবে?

গো— ওরে আর বেশী দূর নয়,—ঐ সামনেই দেখ্ গোঁসাই ঠাকুরের

কাণ্ডখানা! গোঁসাই নাকি সব ত্যাগ ক'রে এই বৃন্দাবনে এসে সাধন আরম্ভ ক'রেছে!

শ্যা— তা, এতে নতুন কথা কি আছে! সংসার-ত্যাগী রূপ-গোঁসাইয়ের কথা তো সকলেই জানে!

গো— ত্যাগ অম্‌নি মুখের কথা—ব'ল্‌লেই হ'ল! এর-ই নাম বুঝি ত্যাগ! মান্‌লুম না হয়, সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছেন, কিন্তু কই— আরামটা-তো ছাড়্‌তে পারেন নি। একটু শুয়েছেন, তা ঠিক আরাম হবে না ব'লে পাথরটাকে বালিস ক'রে মাথায় দিয়েছেন!

শ্যা— ওঃ—এইজন্যই বুঝি তোর এত হাসি!

[রূপ শিলাখণ্ড হইতে মস্তক সরাইলেন]

গো— তুই-ই বল্‌না—হাসি আসে না এতে? আবার দেখ্—দেখ্— ঠাকুরের আবার অভিমানটিও ষোল আনা আছে। ব'লেছি ব'লে, আবার মাথাটি নামিয়ে নেওয়া হ'য়েছে! যে আরাম ছাড়্‌তে পারেনি,— অভিমান ছাড়্‌তে পারেনি,—রাজার ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এলেও সে কিছুই ছাড়েনি!

শ্যা— সাধু মোহান্তকে নিয়ে এরূপ ঠাট্টা তামাসা করা মোটেই ভাল নয় ভাই! ছাই চাপা আগুন—কে জানে কার ভিতর কি লুকোনো আছে! আমি কিন্তু ভাই এ-সবের মধ্যে নেই—এখন আমি চল্‌লুম!

প্রস্থান

গো— এ সব ভণ্ডামী আমার ভাল লাগে না! যা পারিস্‌নে, তা নিয়ে নাড়া চাড়া করা কেন বাপু!

রূপ— [উঠিয়া] গোপাল ! তোমার জন্য আজ আমার ব্রত ভঙ্গ ক'র্‌লুম।

গো— কেন গোঁসাই—আবার আমাকে জড়াচ্ছ ! ওসব সাধন-ভজন ধ্যান-ধারণা, সাত-পাঁচের ভিতর আমি নেই।

রূপ— ছিলে কিনা তা জানিনা,—কিন্তু আজ আর না থাক্‌লে চ'ল্‌বেনা, সাধন-মার্গে অগ্রসর হ'তে আমি গুরু পাইনি। গোপাল—আজ থেকে তুমি আমার দীক্ষা-গুরু।

গো— আ—রে সর্ব্বনাশ ! বল কি গোঁসাই !

রূ— ঠিক-ই ব'ল্‌ছি! গোপাল—আমার এ ত্যাগের অভিনয়ে ভোগের ভণ্ডামী কেবল তুমিই ধ'র্‌তে পেরেছ ! ঐশ্বর্য্যের মায়া কাটিয়েছি—আত্মীয় বন্ধুর স্নেহ-পাশ ছিন্ন ক'রেছি,—অন্ন-জল ত্যাগ ক'রেছি—ভাষা-ত্যাগের সঙ্কল্পও আজ ক'রেছিলুম ! কিন্তু তার মাঝে ও যে আরামের কামনা,—অহঙ্কার—অভিমান আমার মনকে ঘিরে ব'সে আছে, তা তো কোনদিন বুঝ্‌তে পারিনি ! জ্ঞানের আলোকে তুমি আজ আমার সেই অজ্ঞান-অন্ধকার দূর ক'রেছ,—তুমি আমার গুরু !

গো— ভারী ফ্যাঁসাদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি ! আমায় এইবার-টা মাপ কর গোঁসাই,—আমি আর কক্ষনো কাউকে ঠাট্টা ক'র্‌বো না ! গুরু হওয়া ! বাপ্‌রে ! মোটে মন্তরই জানিনে—আর আমি নাকি ওঁর গুরু হব !

রূ— পরিহাসের কথা নয় গোপাল !

গো— পরিহাস আবার কে ক'র্‌ছে ! তবে ব'ল্‌ছিলুম—তুমি কি সত্য সত্যই আমাকে গুরু ব'লে স্বীকার ক'র্‌তে পার্‌বে ?

রূ— চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী—গোপাল তুমি আমার গুরু।

গো— আচ্ছা গোঁসাই, তুমি উপোস ক'রে নিজেকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন বল ত ?

রূ— সাধনায় মনঃ-স্থির ক'র্‌বার জন্য।

গো— কিন্তু এতে তো তোমার শরীর বেশী দিন বইবে না! শরীর-রক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম! তুমি সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন ? আমার চেলা হ'য়েছ যখন, তখন ও সব উপোস টি'ক্‌বে না ব'লে দিচ্ছি।

রূ— গোপাল—গোপাল—গুরু—আমার ব্রত-ভঙ্গ হবে যে !

গো— ব্রত আবার কি ?

রূ— গোপাল,—আমি যে সঙ্কল্প ক'রেছি,—যতদিন না সেই অনন্ত-পুরুষ শ্রীহরির অনন্ত বিভূতির কিছু মাত্র উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌বো, ততদিন উপবাসেই তাঁর ধ্যানে নিরত থাক্‌বো !

গো— এ আর এতদিনে বুঝ্‌তে পার্‌লে না! এই অনন্ত বিশ্বই তো তাঁর অনন্ত বিভূতির বিকাশ! বুঝেছি,—তুমি সেটাকে তেমন সহজ ভাবে নিচ্ছ না,—তুমি একটা অদ্ভুত রকমের ঐন্দ্রজালিক শক্তির বিকাশ দেখ্‌তে চাও! আচ্ছা—ভগবানের রাজ্যে অনেক অসম্ভব জিনিষ ও সম্ভব হয়,—তা দেখ্‌লে তুমি উপোস ছাড়্‌বে ত ?

রূ— বাজীকর ও তো অনেক অসম্ভব জিনিষকে সম্ভব ক'রে দেখায়,—সেটাও কি সেই নারায়ণের বিভূতি ?

গো— যদি নারায়ণের ব'লে স্বীকার না কর,—তবে নারায়ণের সৃষ্ট নরের বিভূতি তো বটেই! যাক্‌—যখন আমাকে গুরু ব'লে স্বীকার ক'রেছ, তখন আমার কথা অনুসারে আজ তোমাকে জল-গ্রহণ ক'র্‌তেই হবে। যদি না কর, গুরুর আদেশ-লঙ্ঘন-জনিত পাপ তোমায় স্পর্শ

ক'র্‌বে! আমার কাছে একটি ফল আছে, আর যমুনা থেকে জল আন্‌ছি; এই ফলে—জলে তোমার ব্রত-শেষের পারণ কর।

[পার্শ্ব বাহিনী যমুনা হইতে জল আনিল]

রূপ— গোপাল—গুরু—

গো— দ্বিরুক্তি ক'রোনা—অন্যথা ক'রো না! তোমার গুরুর আদেশ!

রূ— গুরুর আদেশ! আদেশ শিরোধার্য্য। নইলে গুরুর অবমাননা হবে! তবে দাও গোপাল—দাও গুরু তোমার আশীর্ব্বাদ! রসাতলে যাক্ আমার সাধনা—নষ্ট হ'ক আমার জীবনের সুকৃতি—পাপের আঁধারে নিভে যাক্ আমার জীবনের আলো! দাও—দাও গোপাল—

গো— ফল এখন থাক—আগে একটু জলপান কর।

[জল ঢালিয়া দিতে লাগিল ও রূপ অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন]

রূপ— এ—কি! এ—কি যমুনার জল! না—না—তা তো নয়! এই যমুনার জল তো আমি অনেক দিন পান ক'রেছি,—কিন্তু তার সঙ্গে এর এত পার্থক্য কেন! এ-তো জল নয়—দেখি—দেখি!

গো— কি দেখ্‌বে আবার! আর কিছু নয় গোঁসাই—জল! এই তোমার সামনেই যমুনা থেকে নিয়ে এলুম—তা বিশ্বাস হচ্ছে না! তবে এই দেখ!

[কমণ্ডলু হেলাইয়া ধরিলে তাহা হইতে ক্ষীর-ধারা নির্গত হইতে লাগিল]

রূপ— কই—কই! এ—তো নীর নয়—এ যে ক্ষীর! গোপাল—গোপাল—গুরুদেব! বালকের ছদ্মবেশে কোন্ মহাপুরুষ তুমি, কোন্ যাদুকর তুমি!

[গোপাল গাহিল]

আমি যাদুকর কিনা—জানিনা!
যে যা ব'লে ডাকে, সাড়া দিই তাকে
ছোট বড় কিছু মানি না!
যুগে যুগে যুগে—ফিরে আসি তাই,
বিষ দিলে তা-ও হাসি মুখে খাই—
'ক্ষুদে' তৃপ্ত রই—ভালবাসা বই
রাজাকেও কোলে টানি না!

তৃতীয় দৃশ্য

পথ।

[জীবন একাকী পথ চলিতেছিল]

জীবন— এই জীবনের বাড়ীতে একদিন কি ধূম-ধামই ছিল! দোল-দুর্গোৎসবে, পূজা-পার্ব্বণে আহূত অনাহূত কত লোকই আস্‌তো, যেতো—দীয়তাং ভুজ্যতাং এর অবধি থাক্‌তো না। আত্মীয় বন্ধুতে সব সময়ই যেন গম্‌-গম্‌ কর্‌তো! আর-দেশের মধ্যে আমার খাতিরটা-ই কি কম ছিল! রাস্তায় বেরুলে, দুধারে লোক স'রে দাঁড়াতো! সেই একদিন,—আর আজ একদিন! আজ আর এ জীবনের দিকে কেউ ফিরে চায় না! সু-সময় যখন ছিল, তখন অনেক বন্ধুই সুখে-দুখে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাতে আস্‌তো। আজ কিন্তু ডেকে গলা চিরে ফেল্‌লেও কেউ সাড়া দেয় না। দেবে কেন? ফুলে কি আর আজ মধু আছে! তাই—ডেকে আর মানুষের সাড়া পাই না দেখে, দেবতার পায়ে শরণ নিলুম—সদাশিব শঙ্করের সাধনা ক'র্‌লুম! দেবতা তো আর মানুষের মত নন্‌—কাজেই অসময় দেখেও পায়ে ঠেল্‌তে পার্‌লেন না। শঙ্কর তুষ্ট হ'লেন! ওঃ—সে কথা মনে উঠ্‌লে এখন ও শরীর শিউরে ওঠে। স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে ব'ল্‌লেন—জীবন, আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি—বর প্রার্থনা কর। আমি জগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য চাইলুম! তিনি ব'ল্‌লেন, তাই পাবি—সনাতন গোস্বামীর কাছে যা—ব'লে অদৃশ্য হ'লেন। সেই থেকে সনাতনের অন্বেষণে বেরিয়েছি। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই শুন্‌ছি, তিনি নবাবের

কারাগার থেকে কোথায় অদৃশ্য হ'য়েছেন ! তবে কি স্বপ্ন অলীক—শঙ্করের প্রত্যাদেশ কি মিথ্যা ! না—না—আশা ছাড়্‌বো না—সমস্ত দেশ তন্ন-তন্ন করে সনাতনের অন্বেষণ ক'র্‌বো। এই যে একটা লোক এদিকে আস্‌ছে,—দেখি একবার জিজ্ঞাসা ক'রে। ওহে—শুন্‌ছ ?

ঈশানের প্রবেশ

ঈ— কি ব'ল্‌তেছ ?

জী— তুমি সনাতন গোঁসাই এর খবর কিছু ব'ল্‌তে পার কি ?

ঈ— সে খপরে কি দরকার আপনার ?

জী— আমি যে তাঁকে খুঁজে খুঁজে সারা হ'য়ে গেলাম !

ঈ— ওঃ—আপনি নবাবের লোক ? বখ্‌শিশির লোভ পেয়ে তানারে ধ'র্‌তি বেরিয়েছ বুঝি ! তবে ঘুরে মর ; ঠাকুরির উদ্দিশ কিন্তু আর পাতি হবে না। তা ব'লে দিচ্ছি।

জী— এসব কি ব'ল্‌ছ তুমি ?

ঈ— বল্‌তিছি ঠিক্। সনাতন গোঁসাই জলে ডুবে গেছে এ কথা কারো পেত্যয় যাচ্ছে না, তাই নবাব তোমাদের গোয়েন্দা ক'রে পেঠিয়েছে।

জী— না—না—না—ভুল বুঝেছ তুমি ! নবাবের সঙ্গে আমার কি—আমাদের বংশের কারো কখনো কোন সম্পর্ক ছিলনা, বা নেই। কিন্তু এ—কি ব'ল্‌ছ তুমি—সনাতন কি সত্যই বেঁচে নেই ! না—না—তা তো হয় না ; তাঁর কাছে যে আমার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের চাবি-কাঠি ! ভোলানাথ ! মহেশ্বর ! এ—কি আশার ছলনায় ঘোরালে দয়াময় !

ঈ— কেন, গোঁসাই তো তোমাদের কাছে কোন অপরাধ করেনি, তবে তোমরা তানার পিছনে লেগেছ কেন?

জী— তুমি এখনো আমায় ভুল বুঝ্‌ছ! কিন্তু সনাতনকে যে আমার কি দরকার—তা যদি বোঝাবার মত হ'ত—বুঝিয়ে দিতুম! শুন্‌বে? ধন—দৌলতের আশায় শিবের সাধনা ক'রেছিলুম। তিনি স্বপ্ন দিয়েছেন যে, সনাতনের কাছে তার সন্ধান পাব। কিন্তু দেখ, এমনি অদৃষ্ট যে সনাতনের দর্শন আর ঘ'টে উঠ্‌লো না।

ঈ— গোঁসাই কম্‌নে গেছে, তা আমি ব'ল্‌তি পারি, কিন্তু তুমি সত্যি-সত্যি গোয়েন্দা না তো!

জী— সত্যি-ই বল্‌ছি, আমি গোয়েন্দা নই। শিবের আদেশে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছি। আমায় ব'লে দাও বন্ধু, কোথায় গেলে সনাতনের দেখা পাব? কেউ ব'ল্‌তে পারেনি,—তুমি ছাড়া সনাতনের সন্ধান আর কেউ আমায় দিতে পারে নি।

ঈ— আচ্ছা, আপনি যে ধন দৌলতের আশা ক'রে তানার কাছে যাচ্ছ, এ-ডা কি রকম হ'ল?

জী— কেন?

ঈ— তিনি তো কিছুই সঙ্গে নে যায়নি। বিষয়-আশোয় সব ফেলে হরিনামে আত্ম-ভোলা হ'য়ে বিন্দাবনে যাবে ব'লে বেরিয়েছে।

জী— সঙ্গে কিছু নিন্‌ আর না নিন, সে আলোচনার এখন কোন দরকার নেই—সে সব কথা পরে হবে। এখন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই?

ঈ— একটা উপায় আছে, বিন্দাবনে গেলি বোধ হয় দেখা হ'তি পারে!

জী— এতদিন তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন ব'লে মনে হয় কি ?

ঈ— তা হয় তো পৌঁছয় নি। কিন্তু বিন্দাবন ছাড়া আর কোন ঠাঁই তানার দেখা পাবার সুবিধে হবে না! যেখানেই থাক, আজ হ'ক—আর কাল হ'ক, সেখানে যাবেই।

জী— তিনি যে বৃন্দাবনে গেছেন, তা তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?

ঈ— কি ক'রে যে জানি,—তুমি তার বোঝ্‌বা কি! তিনি হচ্ছে গে আমার দা-ঠাকুর—আমার মুনিব! আজ আমি নিজির দোষে তানার চরণ-ছাড়া হ'য়ে প'ড়িছি। ওঃ—দা-ঠাকুর আমারে কি ভালো-ডাই বাস্‌তো—আর কি বিশ্বেসই ক'র্‌তো! নিজির দোষে আমি আজ তাঁর সে বিশ্বেস হেরিয়িছি! মহাপাতুকে আমি—কাঁচের মায়া ক'র্‌তি গে কাঞ্চন-মণি পায় ঠেলিছি। আজ আমার—না,—না—সে কথা মনে ক'র্‌তেও বুক ফেটে যাচ্ছে।

জী— আচ্ছা তোমার মন যখন এতটা ব্যস্ত হ'য়েছে,—তখন চল না, এক সঙ্গেই তাঁর সন্ধানে যাই।

ঈ— তা, সে কথা মন্দ না। কিন্তু দা-ঠাকুর যদি তেড়িয়ে দেয়,—অপরাধী ব'লে যদি মাপ না করে—! ক'র্‌বে না? তা'হলি আমরা কম্‌নে যাব ? দা-ঠাকুর—দা-ঠাকুর—আমি আবার তোমার কাছে যাব,—আবার তোমার পায় গে প'ড়্‌বো ; এবার-ডার মত আমারে দয়া ক'র্‌তিই হবে! চল, দুজনেই বিন্দাবনের দিকি যাই।

জী— চল! জয় শিব শঙ্কর,—জয় ভোলানাথ মহেশ্বর!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গন।

[শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্মুখে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরবাসীর প্রবেশ]

সকলে— [গীত] হরি—বলরে !

হরি-হরি-হরি-হরি—হরি বল রে !
ভবপারে যাবে যদি—হরি বল রে !
শমনের ভয় এড়াবে যদি—হরি বল রে !
ত্রিতাপ-জ্বালা ভুলবে যদি—হরি বল রে।

গৌ— ভক্তগণ! একটু অপেক্ষা কর। শ্রীগোবিন্দের একজন প্রধান সেবক এখানে আস্‌ছেন। তোমরা কয়েকজন অগ্রসর হ'য়ে তাঁকে নিয়ে এস।

[কয়েকজন অগ্রসর হইয়া সনাতনকে লইয়া আসিলেন]

সনা— কই—কই—মহাপ্রভু কই! প্রভু—প্রভু—অধমকে কৃপা করুন !

[বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন]

গৌ— ওঠ—ওঠ সনাতন !

সনা— আজ আমার জন্ম সার্থক! অনেক ভক্ত, সাধকের দর্শন পেয়েছি। সকলেই মধুর নাম-সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা! কিন্তু প্রভু—আমি কি ক'র্‌ছি !

গৌ— কি ক'র্‌ছ সনাতন! সংসারের সার বস্তু, জীবের একমাত্র কাম্য—নাম-মন্ত্র সম্বল ক'রেছ তুমি,—সাধন পথের শ্রেষ্ঠ পথ অবলম্বন ক'রেছ তুমি—তুমি-তো অনেক অগ্রসর হ'য়েছ!

সনা— কিন্তু পিপাসা যে মেটে না! আরো আনন্দ চাই—আরো শান্তি—

গৌ— এ পিপাসা অল্পে মেটে না—'নাল্পে সুখমস্তি'! আরো চায়, প্রাণ—আরো চায়! এই নাম-সুধারসে চিত্ত যত ম'জে ওঠে, তত বেশী ম'জ্‌তে চায়! তারপরে সর্ব্বশেষে সেই অখণ্ড শান্তির রাজ্য—সেই অনন্ত আনন্দময় ধাম! নাম-কীর্ত্তনে ডুবে যাও,—বল হরিবোল—হরিবোল!

সনা— আচ্ছা, নাম-কীর্ত্তন অপেক্ষা নাম-জপে চিত্ত-সমাধি বেশী হয় না কি?

গৌ— হাঁ সনাতন, নাম জপেই সমাধি আসে! তুমি বোধ হয় আমার এই নাম-কীর্ত্তনকে লক্ষ্য ক'রেই এ কথা ব'ল্‌ছো! কিন্তু নাম-কীর্ত্তনে চিত্ত বশীভূত না হ'লে জপের সমাধি আসবে কি ক'রে! চিত্ত বশীভূত করার জন্যই নাম-কীর্ত্তন! এই কীর্ত্তনের সুধায় জীবকে মাতা'তে না পার্‌লে তারা নামের বশ হবে কেন?

[সনাতনের কম্বলখানি মাটিতে লুটাইতেছিল, তিনি তাহা তুলিয়া লইতেছিলেন]

সনা— তা বটে; কিন্তু আপনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছেন প্রভু!

গৌ— দেখ্‌ছি—ত্যাগের পথে কতদূর অগ্রসর হ'য়েছ,—তাই!

সনা— কি দেখ্‌লেন ?

গৌ— [হাসিয়া] দেখলুম—ত্যাগের জঞ্জাল, কম্বলে এসে জড়িয়েছে !

সনা— কম্বল ! ওহো—হো ! প্রভু তো ঠিক কথাই ব'লেছেন ! এখনো কম্বল সম্বল ক'রে ব'সে আছি ! এখনো আমি কম্বলের মায়ায় জড়িয়ে আছি ! এ-টা এখনো আমায় পিছু টান্‌ছে ! প্রভু—প্রভু—আমার ভণ্ডামী দেখে হয়ত মনে মনে খুব হাস্‌ছেন ! কি ক'র্‌বো—প্রভু ! ত্যাগের পথে ভোগের কামনা এসে কখন্ যে জড়িয়ে ধ'রেছে, তাতো বুঝ্‌তে পারিনি ! একমাত্র ডোরই যে সন্ন্যাসীর সম্বল, সে কথা ভুলে গেছি ! ঈশান—ঈশান—পথের সম্বল নিয়েছিলে ব'লে, সেদিন তোমায় নিষেধ ক'রেছিলাম, কিন্তু আমি নিজে যে কম্বলের মায়ায় জড়িয়ে আছি, তা-তো দেখ্‌তে পাইনি ! এইবার সব সম্বল ত্যাগ ক'রে জীবের একমাত্র সম্বল নাম-মন্ত্র সম্বল ক'র্‌লুম ! দাঁড়ান প্রভু—আমার ভোগের শেষ ভস্ম ধৌত ক'রে আসি ! হরিবোল—হরিবোল—

প্রস্থান

গৌ— এস, সকলে নাম কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে সনাতনের অনুগমন করি ।

কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যমুনা-তীর।

জীব গোস্বামী স্নানান্তে সিক্ত-বস্ত্রে নাম জপ করিতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে গোপাল আসিয়া ডাকিল—

"গোঁসাই জী!"

[উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিল]

আরে গোঁসাই—তোমার জপ-তপ এখন রাখ।

জীব— [ফিরিয়া] কে—গোপাল! কেন তুমি এসে এমন ক'রে আমার নাম-জপে বাধা দিচ্ছ?

গো— আমি কি সাধ ক'রে বাধা দিয়েছি,—লোকে দেওয়াচ্ছে ব'লেই তো দিতে হচ্ছে।

জীব— নিজে অন্যায় ক'রে অন্যের উপর দোষারোপ ক'রো না গোপাল! এ বড় খারাপ অভ্যাস!

গো— এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসে ও-দিকে উৎপাত বাধিয়েছে যে! সেই জন্যই তো তোমাকে ডাক্‌তে এলুম! এ-তে যদি অন্যায় হ'য়ে থাকে, হ'য়েছে!

জীব— কে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—গোপাল!

গো— কে জানে গোঁসাই কোন্ দিগ্বিজয়ী! তবে শুন্‌ছি, তিনি

নাকি সমস্ত দেশের পণ্ডিতকে বিচারে হারিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনে এসেছেন ; আর এখানকার সব পণ্ডিত ও নাকি বিনা বিচারে তাঁকে জয়-পত্র লিখে দিয়েছে। তাই শুনে বড় দুঃখ হ'লো। আমাদের বৃন্দাবনে এত পণ্ডিত থাকতে, কোথাকার কে এসে জয়-পত্র নিয়ে যাবে ?—এ-কি সহ্য করা যায় ? আমি থাকতে পারলুম না। তাঁকে গিয়ে ব'ল্লুম—আমাদের জীব গোঁসাইকে যদি হারিয়ে দিতে পার তা'হলে বুঝবো—তুমি পণ্ডিত।

জী— তার পর ?

গো— তার পর আর কি! সে কথা শুনে তো পণ্ডিত হেসেই অস্থির!

জী— বটে!

গো— তাই তো ব'লছি গোঁসাই—তার এ অহঙ্কারটা চূর্ণ ক'রে দাও—আমাদের দেশের মানটা রাখ।

জী— দেশের নিন্দা হবে ভেবে তোমার প্রাণে এত লেগেছে গোপাল ? দেশকে সত্য সত্যই ভাল বেসেছ তুমি !

গো— ও সব বাজে কথা এখন থাক্—গোঁসাই! ওদিকে পণ্ডিত কিন্তু খুব ব্যস্ত লাগিয়েছে! [নেপথ্যে চাহিয়া] এইযে—তিনি এখানেই আসছেন! এইবার ওঁর কাছে সব শুনুন। আসুন পণ্ডিতজী—ইনিই আমাদের পণ্ডিত শ্রীজীব গোস্বামী; এঁর কথাই আপনার সঙ্গে ব'লেছিলাম।

পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত— আপনিই শ্রীজীব গোস্বামী ?

জী— আজ্ঞে হ্যাঁ! আসুন! আপনি কত দূর থেকে আসছেন ?

পণ্ডিত— দেশ বিদেশ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে এই বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। উদ্দেশ্য—দিগ্বিজয়। সমস্ত দেশের পণ্ডিতই—কেউ বিচারে, কেউ বা বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার ক'রে জয়-পত্র লিখে দিয়েছেন। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে এখানে এসেছিলাম ; কিন্তু তাঁরাও বিচারে অগ্রসর হ'তে সাহস ক'র্‌লেন না। বিনা বিচারে পরাভব স্বীকার ক'রে নিজেদের মান রক্ষা ক'রেছেন। আমার পরিশ্রম স্বীকার ক'রে এখানে আসাই ব্যর্থ হ'য়েছে দেখ্‌ছি।

গো— ব্যর্থ হয়নি পণ্ডিতজী! পরিশ্রমের ফল এইবার হাতে-হাতেই পাবেন।

জী— চুপ্ কর গোপাল!

গো— তাহ'লে আমি চ'ল্‌লুম গোঁসাই! এখানে থাক্‌লে আমি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পার্‌বো না। অনেক কথাই বেরিয়ে প'ড়্‌বে, আমি চ'ল্‌লুম!

প্রস্থান

পণ্ডিত— যাক্ ও সব কথা,—শুনলুম আপনি একজন পণ্ডিত—তাই আপনার কাছে এসেছি। আশা করি জয়-পত্র দিতে ইতস্ততঃ ক'র্‌বেন না!

জী— বিনা বিচারে?

প— আবার বিচারের প্রয়োজন কি! আপনাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ—সেই রূপ-সনাতনই যখন বিনা বিচারে জয়-পত্র লিখে দিয়েছেন, তখন আপনার আর বিচারে অগ্রসর হওয়া উচিত কি?

জী— রূপ-সনাতনের মহিমার কথা আপনি নিশ্চয় জানেন না!

জান্‌লে, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা ব'ল্‌তেন না! যাক্ সে কথা—শুনুন, আমি তাঁদেরই মন্ত্র-শিষ্য—দাসানুদাস! আমি আপনার সঙ্গে বিচার ক'র্‌তে প্রস্তুত। আমাকে যদি পরাস্ত ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লে—বুঝ্‌ব আপনার পাণ্ডিত্য!

প— আপনার সাহসকে ধন্যবাদ! কোন্ সাহসে আপনি বিচারে অগ্রসর হচ্ছেন?

জী— যে সাহসেই হ'ক না কেন,—আমি যখন প্রস্তুত, তখন আসুন—বিচারে আমায় পরাস্ত করুন। আপনার মুখে আমার গুরুর নিন্দা আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছিনে!

প— জয়-পত্র আপনাকে লিখে দিতেই হবে,—তবে আগে আর পরে!

জী— সে আপনি নিতে পার্‌বেন না, ঠিক জেনে রাখুন।

প— পার্‌বো, আমি ব'ল্‌ছি পার্‌বো!

জী— কক্ষনো না—

প— যদি পরাস্ত হন্—

জী— গুরুর প্রতি যদি বাস্তবিকই আমার বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে, আমি ব'ল্‌ছি, পরাস্ত হব না!

প— আচ্ছা—আচ্ছা—বিচার আরম্ভ হ'ক।

জী— আপনি কোন্ বিষয়ে বেশী চর্চ্চা ক'রেছেন বলুন; সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাক্।

প— আপনার যে বিষয়ে ইচ্ছা—আলোচনা করুন; আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

জী— কোন কূট-প্রসঙ্গ উত্থাপন না ক'রে প্রথমে আমি একটা জিনিষ জান্‌তে চাই। আপনি দ্বৈতবাদী না—অদ্বৈতবাদী!

প— আমার কাছে দ্বৈত অদ্বৈত কিছুই নেই। এক ও মানি না, দুই ও মানি না।

জী— কেন মানেন না?

প— কাকে মান্‌বো?

জী— কেন, কেউ নেই? আচ্ছা—একবার এই সৌর-সৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখুন দেখি—কিছু চোখে পড়ে কি না! দেখুন দেখি কি সুন্দর বস্তু-বিন্যাস! সৃষ্টি-কল্পনার কি অপূর্ব্ব বিকাশ! সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আরম্ভ ক'রে, নদ, নদী, ভূধর, কান্তার—যা নিয়ে এই বিচিত্র সৃষ্টি-রহস্য, তার পিছনে কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?

প— আপনার এ সৌর-সৃষ্টি তো একটা মায়ার বিকাশ! এ দৃশ্যমান বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই—এ একটা ইন্দ্রজাল!

জী— ইন্দ্রজাল হ'লে ও তার পিছনে একজন ঐন্দ্রজালিক থাকে; যাক্ সে কথা—দৃশ্যমান বস্তুর কথাই বলি,—আপনি এখন কার সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছেন বলুন তো!

প— কেন, আপনার সঙ্গে—

জী— আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

প— তা কেন পাব না,—মূর্ত্তিমান দাঁড়িয়ে আছেন!

জী— আচ্ছা—দৃশ্যমান বস্তুর যদি কোন অস্তিত্বই না থাকে, আর আমি যদি আপনার সম্মুখে একটা দৃশ্যমান বস্তু হই, তাহ'লে আপনার সম্মুখে এখন আমার কোন অস্তিত্বই নেই! অর্থাৎ আমি একটা কিছুই

না ! তা যদি হয়, তবে আপনি কার কাছে জয়-পত্র লিখে নিতে এসেছেন বলুন দেখি !

প— আপনি না হয় আছেন, স্বীকার করি—কিন্তু—

জী— এ-তে আর কিন্তু নেই ! আমি যখন আছি, আমাকে চালাবার জন্য পিছনে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে—এটাও আপনাকে স্বীকার ক'র্‌তে হবে ! সমস্ত রহস্যের চাবি-কাঠি সেইখানে !

প— শাস্ত্রের বিচারে না হ'লেও আজ পরাস্ত হলুম গোঁসাই—সত্যই পরাস্ত হলুম ।

জী— এইবার কে কাকে জয়-পত্র লিখে দেবে বলুন দেখি !

প— আমায় আর লজ্জা দেবেন না গোঁসাই—এই সব জয়-পত্রের কথা আর তুল্‌বেন না ! এরা যেন এখন কলঙ্কের বোঝার মত ঘাড়ে চেপে ব'সেছে ! দাঁড়ান—এ-গুলোকে আগে যমুনার জলে দিয়ে আসি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা কইব ।

ফেলিয়া দিলেন—অদূরে রূপ গোস্বামীর প্রবেশ

রূপ— ও-কি পণ্ডিতজী—ফেল্‌বেন না—ফেল্‌বেন না । আপনার উপার্জ্জিত সম্মানের অসদ্ব্যবহার ক'র্‌বেন না ! কে ব'ল্‌লে আপনি পরাজিত ? জীব গোঁসাই আমাদের শিষ্য ! আমরা আপনাকে জয়-পত্র লিখে দিয়েছি—তাকে নষ্ট ক'র্‌বার অধিকার জীব গোঁসায়ের নেই !

প— থাকুক আর না থাকুক,—জয়-পত্র আর চাই না গোঁসাই ! কলঙ্কের বোঝা গিয়েছে—ভালই হ'য়েছে ।

রূপ— শ্রীজীব ! তুমি না পণ্ডিত—তুমি না ত্যাগী—বৈরাগী ? বৈরাগীর হৃদয়ে জয়-পরাজয়ের মান অভিমান কেন ? সমস্ত পরিত্যাগ

ক'রে তুমি যখন বৈরাগী হ'য়েছ, তখন তোমার প্রাণে এ জয়ের আকাঙ্ক্ষা কেন—আত্ম-প্রতিষ্ঠার কামনা কেন? পণ্ডিতজীর সম্মানে তোমার প্রাণে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হ'ল কেন? তাঁকে তুমি সম্মান দিতে পার্‌লে না?

জী— গুরু—গুরু—জয়ের গর্ব্ব, আত্ম-প্রতিষ্ঠার কামনা আমার কিছুই নেই। উনি আমার গুরু নিন্দা ক'রেছিলেন,—সে নিন্দা আমি সহ্য ক'র্‌তে পারিনি! আমি আমার গুরুর সম্মান রক্ষার জন্যই বিচারে অগ্রসর হ'য়েছিলুম। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন!

রূপ— তুমি পণ্ডিতজীকে তুষ্ট কর,—তাঁকে জয়-পত্র লিখে দাও।

জী— পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—ভুল ক'রেছি, অপরাধ ক'রেছি! আপনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,—আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ ক'রে অপরাধী হ'য়েছি। আমায় ক্ষমা করুন। বৈরাগী হ'য়ে আমি জয়লাভের আশা ক'রে বিচারে ব'সেছিলাম—সেইখানেই আমি পরাজিত!

প— শ্রীরূপ—শ্রীজীব! অনেক দেশ ঘুরেছি;—আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা বুকে নিয়ে, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার সম্বল ক'রে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন নিরহঙ্কার—নিরভিমান সরল প্রেমের রাজ্য কোথাও দেখিনি! এমন আত্ম-ভোলা ত্যাগের মধুর ছবি, আর কখনও আমার চোখে পড়েনি! আজ বুঝেছি, শান্তি যদি কোথাও থাকে—আনন্দ যদি কোথাও থাকে—সে আছে এই ত্যাগে, সে আছে এই বিষয়-ত্যাগী অহমিকা-ত্যাগী উদাসীন বৈরাগীর ডোর-কৌপীনে! দিগ্বিজয়ে আসা আজ আমার সার্থক হ'য়েছে! দিগ্বিজয়ে এসে আজ কি পেয়েছি জানেন? এই বৈরাগীর ডোর-কৌপীন। এবার থেকে এরাই আমার দিগ্বিজয়ের সাক্ষ্য দেবে। **বেগে প্রস্থান**

জী— [নত জানু হইয়া] ক্ষণিকের চিত্ত-চাঞ্চল্যে—মোহের বশে বড় একটা অন্যায় কাজ ক'রেছি,—আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন গুরু !

রূপ— ওঠ জীব ! শ্রীহরির কৃপায় তোমার এ মোহের অন্ধকার দূর হ'য়ে যাক্ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

যমুনাতীর।

[ধ্যানমগ্ন সনাতন,—ঈশানের প্রবেশ]

ঈশান— ঐ—না—ঐ—না—আমার দা-ঠাকুর ঐ না ! দা-ঠাকুর—দা-ঠাকুর !

সনাতন— [চাহিয়া বিস্ময়ে] এ—কি ঈশান—তুমি ! তুমি এসেছ !

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

ঈ— দা-ঠাকুর—দা-ঠাকুর—

[পাদুখানি জড়াইয়া ধরিল]

স— ঈশান, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?

ঈ— আমার অপরাধ হ'য়েছে দা-ঠাকুর ! এবার আমারে মাপ ক'র্তিই হবে।

স— অপরাধ কিসের ঈশান,—তুমি ত কোন অন্যায় করনি !

ঈ— অন্যায় করিনি ? ও কথা ব'ল্লি আমি আর শুন্তিছিনে। অন্যায় ক'রিছি কি না, সে আমি নিজিই ভালরকম জানি। আমি যে তোমার পথের কাঁটা ! দা-ঠাকুর—অন্যায় ক'রিনি ? এর চেয়ে বেশী অন্যায় আরো কিছু আছে না কি ! আমি যে দা-ঠাকুর, পনর-ডা মোহরের জন্যি তোমারে হারাচ্ছিলুম ! শুদ্দু ভগবান রক্ষে ক'রেছেন। আমি যে তোমার শত্তুরির কাজ ক'রিছি,—আরো বল কিনা—অন্যায় ক'রিনি !

স— ঈশান, আমি এখনো ব'ল্ছি, তুমি কোন অন্যায় করনি।

ঈ— তুমি তো তা বল্বা-ই ! তুমি যে দেবতা ! কিন্তু আমি যে বুকি হাত দে তা ব'ল্তি পারিনে দা-ঠাকুর।

স— নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ ঈশান ! আত্মার অপমান ক'রো না। তোমার ঐ শুদ্ধ সরল প্রাণের ওপর অন্যায়ের কলঙ্ক আরোপ ক'রো না !

ঈ— তুমি আমার একটা প্রাচিত্তিরির ব্যবস্থা করে দেও দা-ঠাকুর ! তা নইলে আমি কোন মতে শান্তি পাচ্ছিনে !

স— আচ্ছা তাই হবে ; প্রায়শ্চিত্ত না ক'র্লে যদি তোমার প্রাণে শান্তি না আসে—তারই ব্যবস্থা করা যাবে, তুমি ওঠ !

ঈ— কি কত্তি হবে দা-ঠাকুর !

স— নাম জপ কর—নামের রসে ডুবে যাও ! বল হরিবোল—হরিবোল—

ঈ— [উঠিয়া] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ! কি আনন্দ—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ! ওরে ঈশান—প্রাণ ভ'রে বল্

হরিবোল—হরিবোল! ওরে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়—আবার বল্ হরিবোল—হরিবোল!

স— ঈশান—প্রাণে শান্তি আস্‌ছে?

ঈ— [নত হইয়া] এমন শান্তি বুঝি জীবনে কক্ষনো পাইনি দা-ঠাকুর!

স— আচ্ছা, এখন আমি জপে ব'স্‌ছি; তুমি ক্লান্ত আছ, স্নান পান ক'রে একটু সুস্থ হও; সময়ে তোমাকে দীক্ষা দেব।

জীবনের প্রবেশ

জীবন— [ঈশানকে দেখিয়া] আচ্ছা লোক তুমি তো ভাই! বিশ্রাম ক'র্‌তে ব'সে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, আর সেই সময় আমায় ছেড়ে চলে এলে?

ঈ— রাগ ক'রো না—ঠাকুর! আমার দা-ঠাকুরির জন্যি আমি কোনমতে থির থাক্‌তি পারিনি। তুমি যাঁর জন্যি ঘুরে বেড়াচ্ছ, ইনিই সেই—আমার দা-ঠাকুর সনাতন গোঁসাই। এইবার তোমার যা বল্‌বার আছে ব'ল্‌তি পার।

জী— এঁ্যা—আপনিই সনাতন গোস্বামী? [প্রণাম করিল]

স— শ্রীহরি তোমার কল্যাণ করুন।

জী— আমি আপনার কাছে একটা নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

স— তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?

জী— অবশ্য পারেন—আমার নাম শ্রীজীবনকৃষ্ণ শর্ম্মা; বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকরে আমার নিবাস। আপনার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে

বহুদিন পরে তবে আপনার দর্শন পেয়েছি। এইবার অভয় পেলে আমার বক্তব্য নিবেদন করি।

স— কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই; তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার বক্তব্য ব'ল্‌তে পার।

জী— দরিদ্রের সংসারে অভাব-অনাটন মিটাবার জন্যে শিবের আরাধনা ক'রেছিলুম। প্রসন্ন হ'য়ে তিনি স্বপ্ন দিয়েছেন যে, সনাতন গোস্বামীর কাছে গেলেই আশা পূর্ণ হবে। তাই শিবের আদেশে ঐশ্বর্য্যের আশায় আপনার কাছে এসেছি!

স— আশ্চর্য্য কথা! সনাতন গোস্বামী, সংসার-ত্যাগী, কপর্দ্দক-সম্বল-হীন, উদাসীন বৈরাগী! ঐশ্বর্য্যের সন্ধান সে কোথা থেকে দেবে বলত? ব্রাহ্মণ, তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ; দেবাদেশ তো মিথ্যা হয়না।

জী— না প্রভু—যদি আমার স্মৃতি-শক্তির কোন বিকৃতি না ঘ'টে থাকে, তা হ'লে আমি খুব জোর ক'রেই ব'ল্‌ছি তিনি আমাকে আপনার কাছেই আস্‌তে আদেশ ক'রেছেন!

স— আমাকে বড় চিন্তায় ফেল্‌লে জীবন! ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য ব'ল্‌তে আমার যা ছিল, সমস্তই ত্যাগ ক'রে এসেছি। ভিক্ষাই এখন আমার একমাত্র সম্বল। ভিক্ষুকের কাছে ঐশ্বর্য্য-প্রার্থনা! নারায়ণ—নারায়ণ—এ কি প্রহেলিকা—সনাতনের আজ এ—কি পরীক্ষা!

[চিন্তা-ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন]

ঈ— আমি তো সেই দিনই তোমারে ব'লিছি যে, দা-ঠাকুর একেবারে নিঃসম্বুলে হ'য়ে বিন্দাবনে গেছে, তানার কাছে একটা কাণাকড়ি পর্য্যন্ত নেই।

জী— তাহ'লে শিবের আদেশ কি মিথ্যা হবে? আমার এত আশা—এত পরিশ্রম—সবই নিষ্ফল?

স— [চকিত ভাবে] না—না—নিস্ফল নয় জীবন,—ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। শিবের আদেশ কি মিথ্যা হয়! তিনি ঠিকই আদেশ ক'রেছেন। একদিন স্নান-পূজা সেরে ফির্‌বার সময় এই যমুনার ধারে একটী স্পর্শমণি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। যদি কেউ কখনো প্রার্থী হ'য়ে আমার কাছে আসে, তাই দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারব এই আশায় ঐখানে বালির মধ্যে পুঁতে রেখেছি। ঐ যে ঝোপটার পাশে একটী উঁচু জায়গা দেখা যাচ্ছে, ওরই মধ্যে সেটা পোঁতা আছে। জীবন, তুমি যাও—মাণিকটি তুলে নিয়ে এস!

জী— স্পর্শমণি! মাটীতে পুঁতে রেখেছেন? কই—কই—কোথায়?

স— আমার সঙ্গে এস দেখিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ে অগ্রসর হইয়া একস্থানে আসিলেন]

এই যে একটা উঁচু বালির রাশ দেখা যাচ্ছে, এইখানে খানিকটা বালি সরিয়ে খুঁজে দেখ।

জী— এইখানে?

স— হাঁ, এইখানে!

জী— [খুঁজিয়া না পাইয়া] কই প্রভু! এত বালি সরিয়েও তো মণির সন্ধান পেলুম না! আপনি একবার দয়া ক'রে দেখ্‌বেন কি? নিজের হাতে যখন রেখেছেন, তখন আপনার কাছে সহজেই বেরুতে পারে!

স— স্নান-আহ্নিক সেরে উঠে এখন আর আমি ও-টা ছোঁব না; তুমি ভাল ক'রে খুঁজে দেখ,—এই খানেই আছে।

জী— আচ্ছা দেখি আবার—[খুঁজিতে খুঁজিতে] এই ত একটা কি পেয়েছি—এই-টা কি !

স— দেখি—[দেখিয়া] হাঁ, ঐ সেই স্পর্শমণি !

জী— এ—রি নাম স্পর্শমণি ! এ—রি ছোঁয়াতে সব সোণা হ'য়ে যায় ! দেখি—দেখি—

[হাতের মাদুলিতে ঠেকাইতে সোণা হইয়া গেল]

তাইত, সত্যি সত্যিই লোহার মাদুলি টা সোণা হ'য়ে গেল !

স— ব্রাহ্মণ ! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌বার মত আমার কিছুই নেই। তবে এই স্পর্শমণিতে যদি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহ'লে তুমি নিয়ে যেতে পার।

জী— হবে প্রভু—এ-তেই হবে ! স্পর্শমণি যার মুঠোয়,—তার আর কিসের অভাব ! জগতের ঐশ্বর্য্য তো তার মুঠোর মধ্যে ! তাই তো বলি, শিবের আদেশ কি মিথ্যা হয় ! আমি জগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য চেয়েছিলুম—তাই পেয়েছি। জয়—শঙ্কর ! জয় মহাদেব !

স— জীবন ! তা হ'লে তুমি এইবার ঘরে ফিরে যাও। সুখ-ঐশ্বর্য্যে তোমার সংসার পরিপুর্ণ হ'য়ে থাকুক, কিন্তু তারি মধ্যে দেবতার দয়ার কথাটা মাঝে মাঝে মনে ক'রো।

জী— সে-কি ভুলবার কথা প্রভু ! তা হ'লে এখন আমি আসি।

স— এস।

জী— ঈশান—ভাই, তুমি আর দেশে যাবে না ?

ঈ— কি কত্তি আর যাবো ? তোমার ঐশ্বয্যি নে তুমি দেশে যাচ্ছ, কিন্তু আমায় ঐশ্বয্যি যে এই চরণ দু'খানার মধ্যি। এ ছেড়ে আমি

দেশে কি ক'রে যাবো ? তুমি যাও ঠাকুর মশায়, এ সম্বল আমি আর ছাড়্তিছি নে।

জী— তবে আসি—[প্রণাম করিল] জয় সনাতন গোস্বামীর জয়— জয় মহাদেবের জয় !

প্রস্থান

স— দেখ্ছো ঈশান ! এই ব্রাহ্মণের উপর দেবতার কৃপাদৃষ্টি প'ড়েছে।

ঈ— কি রকম ?

স— পার্থিব ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটিয়ে পারমার্থিক ঐশ্বর্য্যের সন্ধানী ক'র্‌বার জন্যই ভগবান তার হাতে আজ স্পর্শমণি তুলে দিলেন।

ঈ— অত-শত বোঝবার জ্ঞান কি আমাদের আছে ?

জীবনের পুনঃ প্রবেশ

স— কি জীবন—ফিরে এলে যে !

জী— ফিরে এলুম—হ্যাঁ—একটা কথা মনে প'ড়ে গেল।

স— কি কথা ?

জী— আমি ভেবে কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্তে পাচ্ছিনে। কথাটা হচ্ছে এই, যে আপনি বোধ হয় আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছেন। শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য আমায় দেননি।

স— সে—কি ! আমার যে একটা কড়িও আজ সম্বল নেই !

জী— না ব'ল্‌লে তো শুন্‌বো না ! আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন ! কিন্তু এ রকম বোকা বোঝানো আর চ'ল্‌বে না ! এর চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য আপনার আছে। নইলে, এই যে স্পর্শমণি,—রাজার রাজ-ভাণ্ডারে

যা নেই—বিশ্বের অমূল্য সম্পদ—এই স্পর্শমণি—তাকে আপনি মণি-জ্ঞানই করেন না! বালির মধ্যে পুঁতে রেখেছেন! গোঁসাই—গোসাই—কি সে ঐশ্বর্য্য—যার কাছে রাজমুকুট লজ্জা পায়—বিশ্বের যাবতীয় মুক্তার প্রভা ম্লান হ'য়ে যায়! ঠাকুর—মাটির ঢেলা দিয়ে আমাকে এমন ক'রে ভোলাতে চাইবেন না। এ ঐশ্বর্য্য—এই তুচ্ছ স্পর্শমণি—আমি চাই না! সেই মহৈশ্বর্য্য আমি চাই—যার দীপ্তির কাছে স্পর্শমণি লজ্জায় বালিতে মুখ লুকোতে চায়! প্রভু! যে সম্পদের অধিকারী হ'য়ে আপনি এই মণিটিকে ধূলো বালির মত মনে করেন, সেই সম্পদের—সেই ঐশ্বর্য্যের অংশ আজ আমায় দিতে হবে। যাও স্পর্শমণি ঐ যমুনার জলে—[ফেলিয়া দিল] আর যেন কাউকে এমন ভাবে প্রতারিত ক'র্‌তে না পার। প্রভু—প্রভু—আমাকে কৃপা করুন!

[পদতলে পড়িল]

তৃতীয় দৃশ্য

পথ।

[গোপাল একাকী]

গোপাল— ব্রজ-বালক বেশে আর এখানে থাকা চ'ল্‌বে না; থাক্‌লে ধরা প'ড়ে যেতে হবে। রূপ গোঁসায়ের কাছে সেদিন অনেকটা সাম্‌লে গিয়েছি, কিন্তু আর নয়! এদিকে সনাতনের মন্দির-নির্ম্মাণ শেষ

হ'য়েছে—বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনও স্থির। সাধনার বলে সিদ্ধি আজ তাদের করতল-গত। আমার গৌরাঙ্গ-অবতারের মূর্ত্তিকে তারা যে ভাবেই নিক্ না কেন, মুক্তির সময় পর্য্যন্ত সেইভাবেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকৃতে হবে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনেই তারা বুঝ্‌বে, গোপাল গৌরাঙ্গ পৃথক নয়!

শ্যামলের প্রবেশ

শ্যা— গোপাল—তোকে আজকাল বড় একটা দেখ্‌তে পাইনা কেন বল্ দেখি?

গো— সে—কি! দেখ্‌তে পাস্‌না? তা হ'লে তুই আমাকে ভাল বাসিস্ না—কেমন?

শ্যা— তোকে ভালবাসি না?

গো— ভালবাস্‌লে নিশ্চয়ই আমার কথা মনে থাক্‌তো—আর মনে থাক্‌লেই দেখ্‌তে পেতিস্।

শ্যা— মনে সব সময়ই আছে! কিন্তু মনে থাক্‌লেই বুঝি চোখে দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

গো— মনের দেখা আর চোখের দেখা কি পৃথক ভাই?

শ্যা— পৃথক নয়?

গো— না ভাই! যার মন ঠিক্ আছে, তার আর কোন গণ্ডগোল নেই।

[শ্যামলের হাত ধরিয়া গাহিল]

মনোমন্দিরে জ্বালো ধীরে ধীরে
উজ্জ্বল আলো ভাই রে!
মনের আঁধার দূর হ'ল যার
ভয় কিছু তার নাই রে!

যদি—আলো-রেখা ওঠে ফুটিয়া
বিশ্বাস-বায়ে সন্দেহ-মেঘ
নিঃশেষে যাবে টুটিয়া—
এই—ভব-পারাবার হ'তে হ'লে পার
মাঝি ঠিক রাখা চাইরে!

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির।

শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সনাতন ঈশান ও ভক্তবৃন্দ।

সনাতন— প্রভু! এই সেই মন্দির। এইখানেই মদন-মোহনের প্রতিষ্ঠা হবে।

শ্রীগৌ— সুন্দর! আমার মদন-মোহনের যোগ্য বিহার-ভূমিই বটে! এখানে এসে প্রাণ যেন এক অপূর্ব্বভাবে বিভোর হ'য়ে উঠেছে। এই মন্দির, নাটশালা, সমস্তই যেন একটা মধুর অতীতের স্মৃতি জড়িয়ে নিয়ে আছে। এর কুঞ্জবনে যেন একটা স্বপ্নের মায়া—পত্রে-পুষ্পে নূতন সজীবতা—তরু-মর্ম্মরে যুগ-যুগান্তের প্রেম-সঙ্গীত!

সনা— প্রভু! আপনি যে এর সৌন্দর্য্যে একেবারে তন্ময় হ'য়ে গেলেন!

শ্রীগৌ— সৌন্দর্য্য ! হাঁ, সৌন্দর্য্য ! মদন-মোহনের এমন ভুবন-আলো-করা রূপ, এ—যে মনকে পাগল ক'রে তোলে !

সনা— সেই 'রূপে' আজ প্রাণ সঞ্চার কর্ত্তে হবে। তাই এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার উৎসব। কষ্টকর হ'লেও আপনাকে সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রে নিতে হবে।

মহা— আয়োজন ত প্রায় একপ্রকার সম্পূর্ণই আছে, কেবল অনুষ্ঠানটিই বাকী। আচ্ছা, আমি ততক্ষণ মদন-মোহনের বেশ-বিন্যাস ঠিক ক'রে নিই—তোমরা সকলে তাঁর আহ্বান-গীতি গান কর। প্রেম-ভক্তিতে গ'লে যাও—প্রেমের মন্ত্রে প্রেমের ঠাকুরকে আকর্ষণ কর—এই মন্দিরে—এই মন্দিরে—

(সকলের গীত)

মন্দিরে—এই মন্দিরে—
এস ব্রজের হরি রাসবিহারী,
সেই যমুনার শ্যাম-তীরে !
তুমি দীনের হরি দয়াময়—
আজ,—ডাক্‌ছে পতিত, পতিত-পাবন
দাও এসে অভয় !
(আর কে আছে)
(হরি—তোমা বিনা পতিত জনের আর কে আছে !)
(ভব-সিন্ধু তরাইতে আর কে আছে)
(শমনের ভয় ঘুচাইতে আর কে আছে)
চরণ-তরী দিও হরি
কাল-সাগরের কাল-নীরে !

শ্রীগৌ— [বিস্ময়ে সহসা] এ কি—এ—কি হ'ল সনাতন ?

সনা— কি—কি হ'ল প্রভু !

শ্রীগৌ— আমার রাধামাধব বনফুল বড় ভালবাসেন ব'লে বনফুলের মালাটি দিয়ে তাঁকে এমন ক'রে সাজালুম—কি সুন্দরই দেখ্‌তে হ'য়েছিল ! কিন্তু—কিন্তু—সনাতন—আমার প্রাণ-বল্লভের সে মালা কোথায় গেল ? কে নিলে !

সনা— তাই ত—মালা কোথায় গেল !

ফুলের মালা গলায় শ্যামলের সহিত গোপালের প্রবেশ

গো— কৈ গো গোঁসাই ঠাকুর, ভোগের কতদূর কি হ'ল ?

শ্যা— আচ্ছা ভাই, তুই কি একটু ভাল ক'রে কথা ব'ল্‌তে জানিস্ না !

শ্রীগৌ— এ—কি—এ-কি। কে এ বালক ! আমার দেওয়া সেই মালা গলায় প'রে আস্‌ছে—এ কে ! এ যেন একটা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি,—যেন একখানা মেঘ-ঢাকা শরতের চাঁদ ! বালক—বালক—তুমি ও মালা কোথায় পেলে !

ঈ— [ছুটিয়া ধরিয়া] ওরে ডেঁপো ছোঁড়া—মালা চুরি কত্তি শিখেছ !

গো— আরে—কে কি চুরি ক'রেছে !

ঈ— থাম্ দুষ্টু ছেলে ! এ নারায়ণের মালা তুই পেইছিস কি ক'রে বল্ !

গো— কোথায় পাব কি ! আমাকে ত উনি দিয়েছেন ! দেননি ! জিজ্ঞাসা করে দেখনা ওঁকে !

সনা— স'রে যাও ঈশান! বালক—বালক—কে তুমি!

গো— এ মালা তুমি আমায় দাওনি ঠাকুর! দিয়ে আবার মিথ্যে মিথ্যে বদ্‌নাম দেওয়া কেন!

শ্রীগৌ— তোমায় দিয়েছি? কালাচাঁদ—কালাচাঁদ—তুমিই কি তবে সেই ভক্তের ধন! বনমালী—বনমালী—তুমিই যদি এ মালার মালিক—তাহ'লে ত আজ আর তোমায় ছাড়্‌বো না!

[ধরিতে গেলে সহসা গোপাল অদৃশ্য হইল]

[মহাপ্রভু ভাবাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন]

শ্যা— গোপাল—গোপাল—খেলার সাথী আমার!

গোপাল— [মন্দিরাভ্যন্তর হইতে] শ্যামল, ভাই—আমি তো দূরে নই—তোদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। রূপ, সনাতন! তোমরা সকলেই ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছ। সাধন-সমরে তোমরাই জয়ী! তোমরাই আমাকে গোলোকের সিংহাসন থেকে টেনে এনেছ, তাই—গৌরাঙ্গ-রূপে তোমাদেরই সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

সহসা মন্দিরে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রকট হইল; সকলে বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে দেখিলেন—মহাপ্রভু অন্তর্হিত। সকলে নত হইয়া প্রণাম করিলেন।

যবনিকা।